রাঁচি, মঙ্গলবার
02:01:2024
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>084 >> 16 Poush 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৮৪ >> << ১৬ই, পৌষ ১৪৩০>>

ইউক্রেন ২০২৪ সালে আরও অস্ত্র তৈরি করবে : জেলেন্সকি

খারকিভঃ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি শনিবার তার দৈনিক ভাষণে ২০২৪ সালের লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ইউক্রেন পরের বছর আরও অস্ত্র তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি বলেন, প্রতিটি ইউক্রেনীয় সেনা, আমাদের সমগ্র জাতি, আমাদের রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় সমাধান নিয়ে আমরা আমাদের অংশীদারদের সাথে কাজ করছি। বছরের শেষ দিনে ইউক্রেনের বিমান বাহিনী বলেছে, তারা রাশিয়ার নিক্ষেপ করা ৪৯টি ড্রোনের মধ্যে ২১টি ভূপাতিত করেছে। ইউক্রেনও শনিবার কিয়েভে রাশিয়ার ড্রোন হামলার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। শনিবার খারকিভের মধ্যাঞ্চলে দুটি রুশ ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। এতে অন্তত ২১ জন আহত হয়েছে। ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা একথা জানান। এটি আকাশপথে সাম্প্রতিক হামলার সর্বসাম্প্রতিক ঘটনা। শনিবার দিনের শুরুতে ইউক্রেনের সীমান্তে অবস্থিত রুশ শহর বেলগোরোডে ইউক্রেন বিমান হামলা চালায়। এর পরে রাশিয়া ইউক্রেনের খারকিভে হামলা করে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, শনিবার বেলগোরোডে ইউক্রেনের হামলায় তিন শিশুসহ অন্তত ২১ জন নিহত ও অন্তত ১১০ জন আহত হয়েছে। আঞ্চলিক গভর্নর ভ্যাচেস্লাভ গ্ল্যাডকভ একথা জানান। বেলগোরোডে ইউক্রেনের নির্বিচার হামলা এবং ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার সংক্রান্ত রুশ অভিযোগের বিষয়ে শনিবার রাশিয়া জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের অনুরোধ করেছে। এর বেশি তথ্য রাশিয়া প্রদান করেনি এবং এপি রাশিয়ার দাবিগুলো যাচাই করতে পারেনি।

বাজার দর

SENSEX : 72271.94 +31.68
NIFTY : 21741.90 +10.50

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
24.00 °c	12.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .14 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .30 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

ইমরান খানকে পাকিস্তানের নির্বাচনে প্রার্থী হতে দেয়া হচ্ছে না, জানিয়েছে তার দল

ইসলামাবাদ ঃ কারাগারে বন্দী পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং তার বেশিরভাগ সমর্থকের ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে প্রার্থীতা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। রবিবার ব্যালটের জন্য মনোনয়ন বন্ধ হবার পর দলীয় কর্মকর্তারা একথা জানায়। ইমরান খান গত আগস্ট মাস থেকে কারাবন্দী। বেশ কয়েকটি মামলায় তিনি সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, তাকে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) দলের নেতা হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদন্দ্বিতা করতে বাধা দেয়ার জন্য মামলাগুলো সাজানো হয়েছে। প্রাক্তন এই ক্রিকেট তারকাকে এই বছরের শুরুতে দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তবে একটি আদালত তার তিন বছরের সাজা স্থগিত করেছে এবং ঐ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন (ইসিপি) তাকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে অযোগ্য ঘোষণা করেছে, কিন্তু পিটিআই গত সপ্তাহে ইমরান খানের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। পিটিআই-এর মুখপাত্র রওফ হাসান বলেছেন, ইমরান খানসহ পিটিআই-এর প্রায় সকল জাতীয় ও প্রাদেশিক নেতার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। আমাদের ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ প্রার্থীর কাগজপত্র বাতিল করা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক হাসান আসকারি এএফপিকে বলেছেন, পাকিস্তানে একটি একক দলের বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যাপক পদক্ষেপ 'নজিরবিহীন।' ইসিপি আগামী ২৩ জানুয়ারি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করার কথা। পিটিআই-এর দাবী তাদেরকে ইতোমধ্যেই নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেয়া হয়েছে, সেহেতু তারা ইসিপি এবং বিভিন্ন আদালতে একাধিক আপিল করতে পারে। ২০১৮ সালে ক্ষমতায় তাকে সমর্থনকারী পাকিস্তানের শক্তিশালী সামরিক নেতাদের সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি হবার পর ৭১ বছর বয়সী ইমরান খানকে গত বছর ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এর বিরোধিতা করে তিনি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নজিরবিহীন এক প্রচারণা চালান। পাকিস্তানের ইতিহাসে সেনাবাহিনী বেশিরভাগ সময় ধরে দেশটি সরাসরি শাসন করেছে। ইমরান খান অভিযোগ করেন, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট এনে তাকে অপসারণ করে এবং তার ওপর হত্যা প্রচেষ্টা চালায়। ওই প্রচেষ্টায় তিনি আহত হয়েছিলেন। মে মাসে ইমরান খানকে স্বল্প সময়ের জন্য আটক করা হলে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে এবং পিটিআই ব্যাপক আক্রমণের শিকার হয়। তাদের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের হয় জেলে পাঠনো হয়েছে নয়তো দল ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে।

সিডনি, অকল্যান্ডসহ বিভিন্ন শহরে নববর্ষ উদযাপন

সিডনি ঃ সিডনি ও অকল্যান্ড বিশ্বের বড় শহরগুলির অন্যতম যেখানে প্রথম ২০২৪ সালের ঘন্টা বেজে ওঠে। সিডনি হারবার ও নিউজিল্যান্ডের উচ্চতম ইমারত স্কাই টাওয়ারের উপরে আকাশ জুড়ে দৃষ্টিনন্দন আতশবাজির প্রদর্শনী দেখতে মেতে উঠলো দশ লক্ষেরও বেশি উদযাপনকারী।
অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম শহরে ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাত ছুঁতেই ১২ মিনিট ধরে কয়েক টন আতশবাজির রোশনাইয়ে আলোকিত হয়ে ওঠে সিডনি হার্বার ব্রিজ। দশ লক্ষের বেশি মানুষ অর্থাৎ এই শহরের বাসিন্দাদের এক-পঞ্চমাংশ সৈকত থেকে ও নৌকাতে বসে এই মনোহর দৃশ্য দেখেছে।
১৭ লক্ষ মানুষের শহর অকল্যান্ডে সারা দিন ধরে হালকা বৃষ্টি পড়লেও মধ্যরাতে আকাশ পরিষ্কার ছিল। ৩২৮ মিটার (১০৭৬ ফুট) উঁচু যোগাযোগ ও পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের মাথার কাছে উজ্জ্বল ডিজিটাল ডিসপ্লেতে সময় গোনা শুরু হওয়ার আগে আবহাওয়া মনোরম হয়ে ওঠে।
ইউক্রেন ও গাজায় চলমান যুদ্ধ এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে তুমুল অস্থিরতা এই বছরের নববর্ষ উদযাপনকে নানাভাবে ব্যাহত করছে। অনেক শহরে বাড়তি নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং কিছু জায়গায় নববর্ষ উদযাপন বাতিল করা হয়েছে।
ভ্যাটিকানে পোপ ফ্রান্সিস ২০২৩ সালকে যুদ্ধসংকুল বলে বর্ণনা করেছেন। সেন্ট পিটার্স স্কয়ারের জানালা থেকে তাঁর ঐতিহ্যবাহী রবিবাসরীয় আশীর্বাদজ্ঞাপনে তিনি ইউক্রেন, ফিলিস্তিনি, ইসরাইল, সুদান ও অন্যান্য দেশের নির্যাতিত মানুষদের জন্য প্রার্থনা করেছেন।
নিউইয়র্ক শহরে কর্মকর্তা ও পার্টির আয়োজকরা বলেছেন, ম্যানহাটনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত টাইমস স্কয়ারে হাজার হাজার উৎসাহী জনতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাঁরা প্রস্তুত।
এই শহরের মেয়র বলেছেন, যে কোনও প্রতিবাদ-বিক্ষোভে ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা করেছেন কর্মকর্তারা।
গত বছর নববর্ষ উপলক্ষ্যে পার্টি চলাকালে টাইমস স্কয়ার থেকে কয়েক ব্লক দূরে তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করেছিল এক ব্যক্তি।
ইউরোপের শহরগুলিতে রবিবার নিরাপত্তা অনেক বাড়ানো হয়েছে। ফ্রান্সের গোয়েন্দা প্রধান সেলিন বার্থন শুক্রবার বলেছেন, ৯০ হাজার আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে মোতায়েন করা হচ্ছে। ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী জেরাল্ড ডারমেনিন বলেন, এই কর্মকর্তাদের মধ্যে ৬ হাজার শুধু থাকবেন প্যারিসেই।ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক কার্যকলাপ বছরের শেষ দিনের উদযাপনকে ম্লান করে দিয়েছে। মস্কোর রেড স্কয়ারে প্রথাগত আতশবাজি প্রদর্শন ও কনসার্ট বাতিল করা হয়েছে গত বছরের মতো।

চীন পর্যটন বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণকারীদের ভিসার নিয়ম শিথিল করেছে

বেইজিং ঃ যুক্তরাষ্ট্র থেকে যাওয়া ভ্রমণকারীদের জন্য ভিসা বিধিনিষেধ সহজ করবে চীন। এটি এই বছরের শুরুতে তাদের সীমানা পুনরায় খোলার পর থেকে বিদেশী ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য সর্বসাম্প্রতিক প্রচেষ্টা। শুক্রবার ওয়াশিংটনে চীনের দূতাবাসের অনলাইনে পোস্ট করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১ জানুয়ারি থেকে আমেরিকান পর্যটকদের রাউন্ড ট্রিপ এয়ার টিকেট, হোটেল রিজার্ভেশানের প্রমাণ, ভ্রমণপথ বা চীনের আমন্ত্রণপত্র আর জমা দিতে হবে না। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে আদান-প্রদানকে আরও সহজ করার উদ্দেশ্যে আবেদনপত্রটি সরল করা হয়েছে। তিন বছরের কঠোর মহামারী বিধিনিষেধের পরে চীন তার পর্যটন খাতকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এই পদক্ষেপটি নেয়া হলো। বিধিনিষেধের মধ্যে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক আইসোলেশান অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও এই বিধিনিষেধগুলো এই বছরের শুরুতে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়, তবু আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের ফিরে আসা অত্যন্ত ধীর ছিল।
অভিবাসন পরিসংখ্যান অনুসারে, এই বছরের প্রথমার্ধে চীন বিদেশীদের ৮ দশমিক ৮ মিলিয়ন প্রবেশ ও প্রস্থান লিপিবদ্ধ করে। এই সংখ্যা মহামারির আগের বছর ২০১৯ সালের মোট সংখ্যা ৯৭৭ মিলিয়ন থেকে অনেক কম। পর্যটন বৃদ্ধির আরেক পদক্ষেপে চীন গত মাসে ঘোষণা করেছে, তারা ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, স্পেন এবং মালয়েশিয়ার নাগরিকদের ১৫ দিন পর্যন্ত ভিসা ছাড়া প্রবেশের অনুমতি দেবে। গ্রীষ্মে বেইজিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার অবনতিশীল সম্পর্কের প্রেক্ষিতে অন্যায়ভাবে আটক ও প্রস্থান নিষেধাজ্ঞা ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকানদের চীন ভ্রমণ পুনর্বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছিল। সুপারিশে বলা হয়, চীনের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার (পিআরসি) আইনের অধীনে ন্যায্য ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের ওপর প্রস্থান নিষেধাজ্ঞা জারি করাসহ নির্বিচারে স্থানীয় আইন প্রয়োগ করে।

কল্পতরু উৎসবে ভক্তদের ঢল নামল মালদা রামকৃষ্ণ মিশনে

মালদা ঃ কল্পতরু উৎসবে ভক্তদের ঢল নামল মালদা রামকৃষ্ণ মিশনে।

১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে কল্পতরু হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পুরাণ মতে, কল্পতরু হল এক বৃক্ষ, যার কাছে যা চাওয়া হবে, তাই পাওয়া যাবে। এই দিন অর্থাৎ কল্পতরু দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণর কাছে যা চাওয়া হবে, তা পাওয়া যাবে এমনই বিশ্বাস করেন ভক্তরা।

সকাল থেকে মিশনে কল্পতরু উৎসবের আমেজ। ভক্তরা প্রার্থনা করে প্রসাদ গ্রহন করেন।

চাঁচলে ভরা বাজারে সোনার শোরুমে কোটি টাকার ওপরে দুঃসাহসিক ডাকাতি

মালদা ঃ চাঁচলে ভরা বাজারে সোনার শোরুমে কোটি টাকার ওপরে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় থমথমে রয়েছে গোটা এলাকা। দুস্কৃতীরা ডাকাতি করে পালাবার সময় যেভাবে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছিল , তাতে আশেপাশে থাকা কয়েকটি মোটর বাইকের লুকিং গ্লাস ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আর এই ঘটনার পর মঙ্গলবার চাঁচল থানার নেতাজি মার্কেটে অঘোষিত বনধ্ পালন করলেন ব্যবসায়ীরা। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী মহলে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ অভিযোগ, ডাকাতি করে দুস্কৃতীর দল পালানোর সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। অথচ বড়দিনের রাতে যেখানে গমগম করছে গোটা চাচলের নেতাজি মার্কেট এলাকা , তার মধ্যে এত বড় ভয়াবহ ডাকাতি হলো কি করে! পুরো বিষয়টি নিয়ে চাঁচল পুলিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হওয়ার দাবী জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবসায়ী সমিতি।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , চাঁচলের নেতাজি মার্কেটে রয়েছে নামিদামি একটি সংস্থার সোনার অলংকারের শোরুম। চাঁচলের এই শাখা শোরুমের মালিক এর নাম কর্ণ বিশ্বাস। তিনি রায়গঞ্জের বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতে ৫ থেকে ৬ জনের সশস্ত্র দুস্কৃতির দল নেতাজি মার্কেটে এলাকার ওই সোনার অলংকারের শোরুমে ঢুকে ডাকাতি করে। কয়েকজন কর্মীকেও মারধর করে দুস্কৃতীরা। এরপর বিপুল পরিমাণ সোনার অলংকার লুঠ করে নিয়ে যায় ডাকাত দলটি। মোটর বাইক করে পালাবার সময় ডাকাত দলটি এলোপ্যাথি গুলি ছুঁড়ে , যাতে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের ধরতে না পারে।

ওই সোনার অলংকার শোরুমের ম্যানেজার মুক্তার আলী জানিয়েছেন , সোমবার রাত সাড়ে সাতটা বাজছিল। হঠাৎ করে পাঁচ থেকে ছয় জনের সশস্ত্র দুস্কৃতির দল দোকানে ঢুকে পড়ে। ওদের প্রত্যেকের হাতে বন্দুক ছিল। মাথায় হেলমেট পড়েছিল। এরপর সোনার অলংকার লুঠ করার পাশাপাশি কয়েকজন কর্মীকেও মারধর করে। পাঁচ থেকে সাত মিনিট দুস্কৃতীর দলটি ডাকাতি করে সমস্ত কিছু লুঠ করে নিয়ে যায়। যে পরিমাণ সোনার অলংকার দুস্কৃতীরা লুট করেছে, তার মূল্য কোটি টাকারও বেশি। ঘটনার পরে এলাকার মানুষ ধাওয়া করতে গেলে ডাকাত দলটি কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে যায়।

চাচল ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তাদের অভিযোগ, এক মাসের ব্যবধানে চাচলে এবং হরিশ্চন্দ্রপুরে পরপর ডাকাতির ঘটনা ঘটলো । তাও আবার সোনার দোকানে । পুলিশের ভূমিকা ঠিক নয়। ডাকাত দল পালিয়ে যেতে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলো এটা কেন হবে? ওই সোনার দোকান থেকে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ডাকাত দলটিকে ধরতে পারে নি। এদিন এলাকার ব্যবসায়ীরা নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করে সমস্ত দোকান বন্ধ রাখে। অবিলম্বে দুস্কৃতীরা ধরা না পড়লে এলাকার ব্যবসায়ীরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে ডাকাত দলটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে স্থানীয় দুস্কৃতীদের পাশাপাশি বিহারের দুস্কৃতীরাও এই ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে। যেহেতু দুস্কৃতীরা হেলমেট পড়ে ডাকাতি করে করেছে, ফলে অনেকের মুখ পরিষ্কার করে বোঝা যাচ্ছে না । তবে বিভিন্ন সূত্র ধরে দুস্কৃতীর দলটির খোঁজ চালানো হচ্ছে।

পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, কত টাকার মূল্যের অলংকার লুঠ হয়েছে তা ওই দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলার পরেই পরিষ্কার করে বলা যাবে। সিসিটিভির ফুটেজ এবং নানান সূত্র ধরে ডাকার দলটিকে ধরতে এলাকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস

কলকাতা ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এদিন রাজ ভবনে সাংবাদিক দের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়র সমাবর্তন বেআইনি এবং অননুমোদিত । কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রি নিয়ে সমস্যা না হয় । তার জন্য আমি আইনি পরামর্শ নিয়েছি। আইন মেনেই ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে বলে সাফ জানিয়ে দিলেন রাজ্যপাল ও আচার্য্য সি ভি আনন্দ বোস। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অভিযোগ পেয়েছি। তিনি প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ রাজ্যপালের। তিনি বলেন যে তাকে ইতিমধ্যে সরানো হয়েছে। এদিন প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন যে কারা বলছে যে ৬ মাস হয়ে যাওয়া উপাচার্য কাজ করতে পারে না। এটা কি আইন প্রশ্ন রাজ্যপালের। তিনি এদিন পরিষ্কার জানিয়ে দেন কারোর ইচ্ছা আমার উপরে চাপানো যাবে না। তিনি বলেন যেহুতু উপাচার্য কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই ছাত্রদের সনদ এখন পর্যন্ত অবৈধ রয়েছে। তার আশ্বাস যে ছাত্রছাত্রী দের জন্য কি করা যায়। তার জন্য সমস্ত রকমের চেষ্টা করছি বলে জানান ভি ভি আনন্দ বোস। এদিন রাজ ভবনে তিনি বলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়র ক্ষেত্রে করো কারোর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের জন্য ছাত্রছাত্রীরা ভুক্তভোগী হচ্ছেন। তিনি আর একবার জোর দিয়ে বলেন যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সম্পূর্ন ভাবে বেআইনি এবং অননুমোদিত। ফলে ছাত্রদের ডিগ্রি অবৈধ হয়ে গেছে। একজন আচার্য্য হিসাবে আমি এই ক্ষেত্রে মামলা করতে পারি এবং জিততে পারি বলে আশা বেক্ত করলেন আচার্য্য সি ভি আনন্দ বোস। তবে সেটা আমার উদ্দেশ্য নয় বলেও জানান তিনি। আমি আচার্য্য হিসাবে আমি আমার ক্ষমতা ভয়ভীতির উপরে উঠে প্রণয়ন করব বলে হুশিয়ারি রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের। এখানে কেউ কোনো রকমের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন তিনি। সি ভি আনন্দ বোস এদিন পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে আমি চাইনা যে প্রলুব্ধ একজন উপাচার্য ছাত্রছাত্রী দের ডিগ্রি দিক। তাই আমি অনুমতি দিলাম না বলে জানলেন তিনি। এদিন তিনি একেবারে জোর দিয়ে বলেন যে আমি যা করেছি একেবারে ঠিক করেছি বলে দাবি আচার্য্য ও রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের।

গীতাপাঠের জমজমাট আসর বসল উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ নেপালি সম্প্রদায়ের মহিলারা সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে আটদিনের এই গীতাপাঠের আযে়াজন করেছেন। লক্ষ্য বিশ্ব শান্তি কামনা।রেসকোর্সপাড়ায় এই প্রথম বিরাট আঙিকে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পাঠের আযে়াজন করা হয়েছে। রাজনৈতিক ধরাছোঁয়ার বাইরে একেবারেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান এটি। নেপাল ও পাহাড় সহ উত্তরের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্রাহ্মণের দল এসেছেন। গীতা পাঠের পাশাপাশি সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরানের বিভিন্ন কাহিনী তুলে ধরা হয় ভক্তদের সামনে। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন পবিত্র কলস যাত্রার আযে়াজন করেন উদ্যোক্তারা।কয়েকশো ভক্তদের মাঝে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা গীতা পুরান পাঠ করে শোনাচ্ছেন। গীতা পুরান পাঠের পাশাপাশি যজ্ঞঅনুষ্ঠান ও লক্ষাধিক প্রদীপ প্রজ্জালন বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অজয় ছেত্রী ও উষা লামা বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বী আগামী প্রজন্মের মধ্যে গীতার পবিত্র বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্ব শান্তি কামনাই আমাদের মুল লক্ষ্য। জলপাইগুড়ি জেলার পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন স্থান থেকেও কৃষ্ণভক্তরা আসছেন প্রতিদিন। ভক্তদের সকলের জন্য প্রসাদের আযে়াজন রয়েছে। আজ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে বলে উদ্যোক্তারা জানান

হরিদেবপুরের নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার হল কোলাঘাটে

হরিদেবপুর ঃ অনুরাগ সিংহ (২৩) হরিদেবপুরের আমির খান স্মরণীতে প্রায় এক বছর ধরে মা দিদি ও জামাইবাবুর সাথে বাড়ি ভাড়া থাকতো জানান বাড়ির মালিক। তিনি আরো জানান গত ২০ তারিখ সকাল বেলা অনুরাগের মা সুমিত্রা বাড়ির মালিক কে জানান ছেলে অনেকক্ষণ বাড়ি ফেরেনি। ফোন বন্ধ রয়েছে ফলে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। পরের দিন সকালে অনুরাগের পরিবারের লোকেরা হরিদেবপুর থানায় গিয়ে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে। মঙ্গলবার তাদের কাছে খবর আসে কোলাঘাটে পুলিশ একটি দেহ উদ্ধার করে। এবং পুলিশ মারফত তাদের বাড়িতে খবর আসে সেই দেহ সনাক্তকরণ করার জন্য। পরিবারের লোকজন কোলাঘাটে গিয়ে দেহ সনাক্ত করেন। বুধবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। গোটা বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ।

DYFI এর ইনসাফ ব্রিগেড এর দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়ার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো

শিলিগুড়ি ঃ DYFI এর ইনসাফ ব্রিগেড এর দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়ার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের শিল্পসমিতি এলাকায় শিলিগুড়ি যাওয়ার রাস্তার ওপরে থাকা একটি কালভার্টের দেওয়ালে সমাবেশে ব্রিগেড যাওয়া নিয়ে দেওয়াল লেখিছিল DYFI কর্মিরা। অভিযোগ রাতের অন্ধকারে সেই দেওয়াল মুছে দেয় দুর্বৃত্তরা। ঘটনার প্রতিবাদে কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় পাশাপাশি মঙ্গলবার ওই এলাকায় ধিক্কার সভা করে যুব কর্মীরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

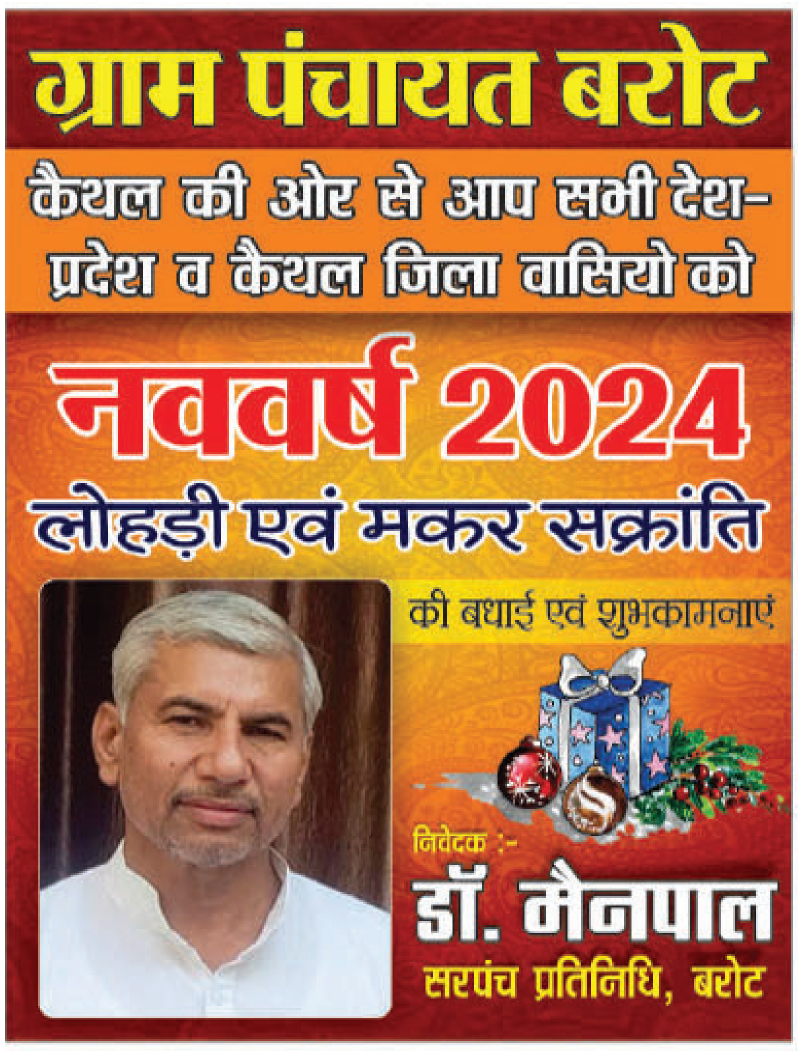
ग्राम पंचायत बरोट
कैथल की ओर से आप सभी देश-प्रदेश व कैथल जिला वासियो को
नववर्ष 2024
लोहड़ी एवं मकर सक्रांति
की बधाई एवं शुभकामनाएं
निवेदक :-
डॉ. मैनपाल
सरपंच प्रतिनिधि, बरोट

जिला परिषद
कैथल की ओर से आप सभी देश-प्रदेश व कैथल जिला वासियो को
नववर्ष 2024
लोहड़ी एवं मकर सक्रांति
की बधाई एवं शुभकामनाएं
निवेदक :
कर्मबीर कौल,
वाइस चेयरमैन जिला परिषद कैथल एवं युवा भाजपा नेता

लाला जयभगवान गोयल
चैरिटेबल ट्रस्ट
कैथल की ओर से आप सभी देश-प्रदेश व कैथल जिला वासियो को
नववर्ष 2024
लोहड़ी एवं मकर सक्रांति
कृष्ण गोयल फाउंडर अध्यक्ष
प्रवीन गोयल जरनल सैक्रेटरी

सिंचाई विभाग कैथल
की ओर से आप सभी देश-प्रदेश व कैथल जिला वासियो को
नववर्ष 2024
लोहड़ी एवं मकर सक्रांति
की बधाई एवं शुभकामनाएं
निवेदक
निशांत बत्तान
एक्सईएन, इरीगेशन डिपार्टमेंट कैथल

इंडियन
नेशनल लोकदल
कैथल की ओर से आप सभी देश-प्रदेश व कैथल जिला वासियो को
नववर्ष
2024
लोहड़ी एवं
मकर सक्रांति
की बधाई एवं शुभकामनाएं
इंद्र पाई,
जिलाध्यक्ष, कैथल, किसान सेल
इनेलो एवं प्रदेश प्रवक्ता, ढुल खाप, हरियाणा

कैथल तहसील कार्यालय
कैथल की ओर से आप सभी देश-प्रदेश व कैथल जिला वासियो को
नववर्ष 2024
लोहड़ी एवं
मकर सक्रांति
की बधाई एवं शुभकामनाएं
निवेदक :
डॉ. अनिल बिढाण
(एचसीएस) तहसीलदार, कैथल

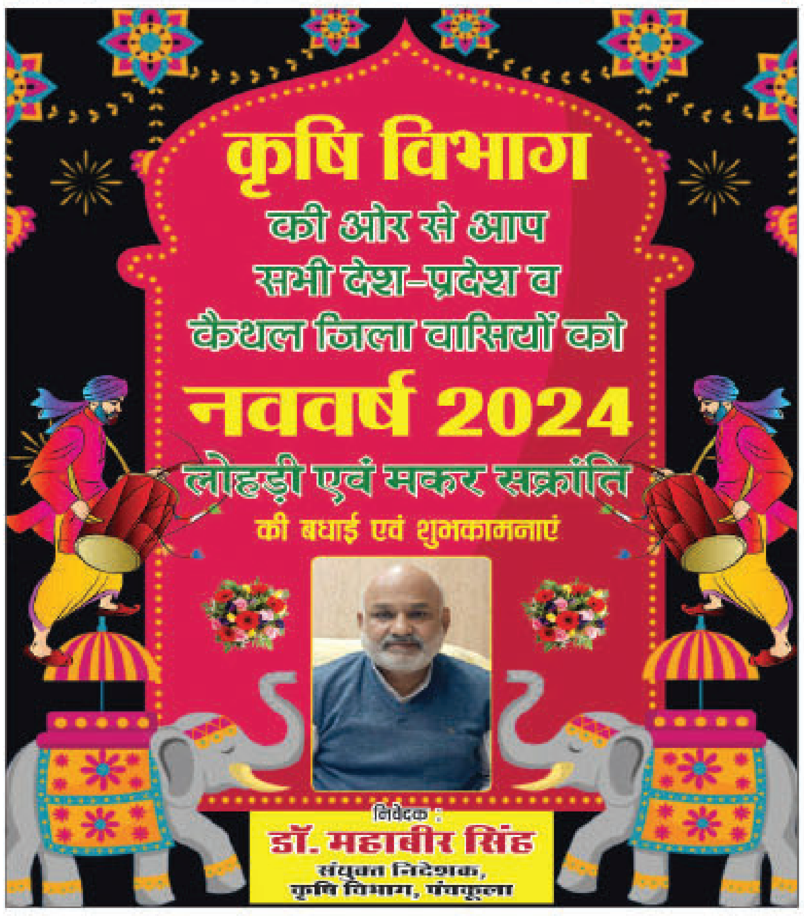
कृषि विभाग
की ओर से आप
सभी देश-प्रदेश व
कैथल जिला वासियों को
नववर्ष 2024
लोहड़ी एवं मकर सक्रांति
की बधाई एवं शुभकामनाएं
निवेदक :-
डॉ. महाबीर सिंह
संयुक्त निदेशक,
कृषि विभाग, पंचकूला

HAPPY
2024
NEW YEAR
ग्राम पंचायत
भानपुरा
की ओर से आप सभी देश-प्रदेश,
कैथल जिला वासियो, ग्रामवासियों को
नववर्ष 2024
लोहड़ी एवं
मकर सक्रांति
की बधाई
एवं शुभकामनाएं
ग्राम सचिव बिजेंद्र
निवेदक :
दयानंद सरपंच भानपुरा

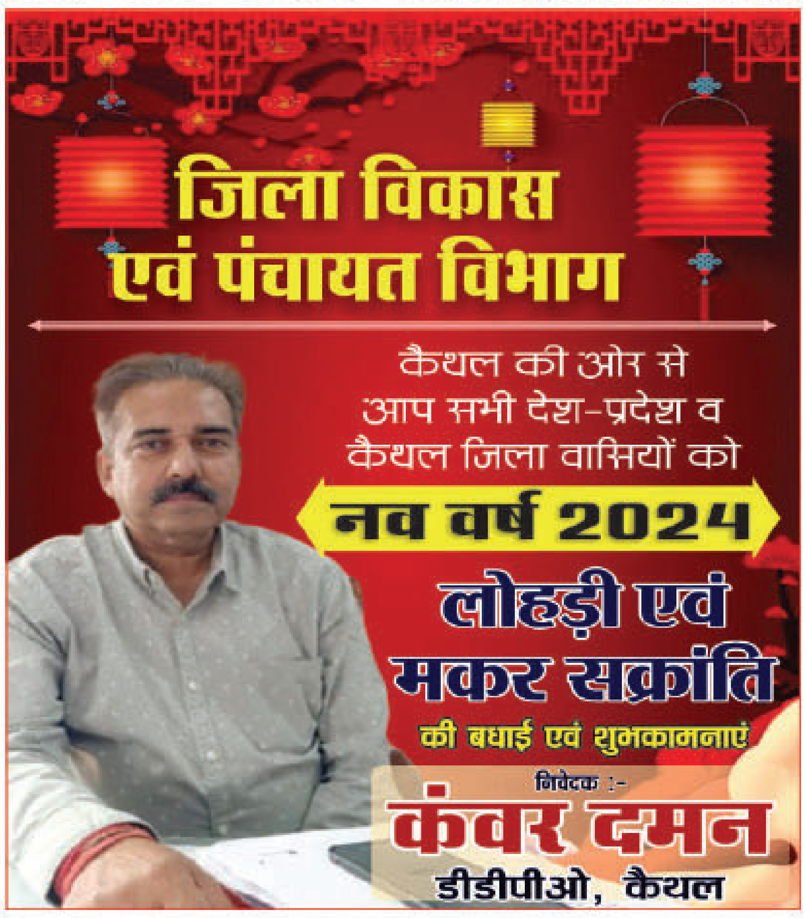
जिला विकास
एवं पंचायत विभाग
कैथल की ओर से
आप सभी देश-प्रदेश व
कैथल जिला वासियों को
नव वर्ष 2024
लोहड़ी एवं
मकर सक्रांति
की बधाई एवं शुभकामनाएं
निवेदक :-
कंवर दमन
डीडीपीओ, कैथल

ग्राम पंचायत माघो माजरी की ओर से
सभी देश-प्रदेश व कैथल जिला वासियो को
नव वर्ष 2024
लोहड़ी एवं
मकर सक्रांति
की बधाई एवं शुभकामनाएं
निवेदक :
फौजी राज सिंह, सरपंच प्रतिनिधि

आप सभी देश-प्रदेश व
कैथल जिला वासियो को
नववर्ष
2024
लोहड़ी एवं
मकर सक्रांति
की बधाई
एवं
शुभकामनाएं
निवेदक :-
रामकुमार नम्बरदार खानपुर

ग्राम पंचायत करोड़ा की ओर से
आप सभी देश-प्रदेश व
कैथल जिला वासियो को
नव वर्ष 2024
लोहड़ी
एवं
मकर
सक्रांति
की बधाई एवं शुभकामनाएं
निवेदक :
दिनेश कुमार सरपंच

সম্পাদকীয়

কিছুটা বিলিতিয়ানা, কিছুটা বাঙালিয়ানা

বাঙালির বড় কপাল। ফি বছরে তারা দুইবার নববর্ষ পায়। পয়লা বৈশাখে ‘এসো হে বৈশাখ’ আর পয়লা জানুয়ারিতে ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’। আদতে বাঙালঘরের খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উদ্‌যাপনে বাঙালিয়ানার মিশেল আছে। তাই এই উদ্‌যাপন এখনো ঠিক ‘সায়েবি’ হয়ে ওঠেনি। নিউ ইয়ারে মাই ডিয়ার টাইপের বন্ধু-ইয়ার নিয়ে বিয়ারে বুঁদ হওয়া পশ্চিমের পুরোনো রেওয়াজ। সেই ব্রিটিশ আমলে আমাদের এই অঞ্চলে সাদা সাহেবরা একত্রিংশ রজনী ওরফে থার্টি ফার্স্ট নাইটে নাচগানের পার্টিতে মিলিত হতেন। তাঁদের সঙ্গে বাঙালি ‘এলিট’ নরনারীও জুড়তেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর ‘ইংরাজি নববর্ষ’ কবিতায় সেই রকমের একটি থার্টি ফার্স্ট নাইট পার্টির বর্ণনা দিয়েছেন : ‘নববর্ষ মহাহর্ষ ইংরাজটোলায় দেখে আসি ওরে মন, আয় আয় আয় সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুরি নানা। ধরিয়াছে টেবিলেতে অপরূপ খানা বেরিবেষ্ট সেরিটেষ্ট মেরিরেষ্ট যাতে আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে।’ সেই পার্টিতে বাঙালি পুরুষদের পাশাপাশি বাঙালি নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে তিনি ফুট কেটেছেন : ‘শাড়ী পরা এলোচুল আমাদের মেম বেলাক নেটিভ লেডি সেম্‌, সেম্‌, সেম্‌... হিপ হিপ হুররে ডাকে হোল ক্লাস ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক দিস গ্লাস সুখের সখে খানা হলে সমাধান তারা রারা রারা সুমধুর গান।...শেরি চেরি বীর ব্রান্ডি ওই দেখ ভরা এক বিন্দু পেটে গেলে ধরা দেখি সরা।’ রবীন্দ্রনাথ ঋষি মানুষ। তিনি পয়লা বৈশাখের সুবহে সাদিকে লিখেছিলেন, ‘নিশি অবসানপ্রায়, ওই পুরাতন বর্ষ হয় গত!... ক্ষমা করো আজিকার মতো পুরাতন বরষের সাথে পুরাতন অপরাধ যত।’ খ্রিষ্টীয় নববর্ষকেও রবি ঠাকুর ঋষিসুলভ চোখে দেখেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতো মৌজমাস্তির বর্ণনায় তিনি যাননি। ইংরেজিতে লেখা ‘দ্য নিউ ইয়ার’ কবিতায় নতুন বছরকে উতল হাওয়ার ঝাপটায় বৃন্তচ্যুত ফলের সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘লাইক ফ্রুট, শেকন ফ্রি বাই অ্যান ইমপেশেন্ট উইন্ড ফ্রম দ্য ভেল অব ইটস মাদার ফ্লাওয়ার, দাউ কামস্ট, নিউ ইয়ার।’ দিন বদলেছে। এই সময়ের নাগরিক পরিসরে, বিশেষ করে বড় বড় শহরে খ্রিষ্টীয় নববর্ষের ব্যবহারিক সংজ্ঞা ভিন্ন। হাসপাতাল চত্বরে পর্যন্ত বাজি-পটকার ঠুসঠাস, মহল্লার মোড়ে মোড়ে ধুমধাড়াক্কা মিউজিক, বাইক নিয়ে ভোঁ ভোঁ শব্দে এক শ কিলোমিটার গতিতে দশ-বারোজনের উদ্দাম রেস, ছাদে ছাদে ‘ধুম্মা চালে ধুম্মা চালে ধুম’-এসবই এখানকার নিউ ইয়ারের পিয়ারের অনুষঙ্গ। সামনের বছর কেমন যাবে, আমরা জানি না। ট্রেনের টিকিট কালোবাজারির মতো স্কুল-কলেজের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কালোবাজারে বিক্রি হবে কি না আগের বছরের মতো টাকা পাচার হবে কি না-আমরা জানি না। এসব শঙ্কা আছে। ভালো কিছুর সম্ভাবনাও আছে। এখানে ফি বছর পটকা-বাজি ফুটানোয় পুলিশের যত মানা আসে, তত বেশি বাজি-বোমাবাজির শব্দে নতুন বছরকে ‘বুকে আয় ভাই’ বলে স্বাগত জানায়। এখানে খ্রিষ্টীয় বর্ষের একত্রিংশ রজনীর বাস্তবিক ব্যবহারিক সংজ্ঞা হলো : ‘যে দিবাগত মধ্য রজনীতে বোমাসদৃশ কালীপটকার ব্রহ্মাণ্ডবিদারী নিনাদ ও অযুত আতশবাজির উল্লাসমুখর আলোকোজ্জ্বল আয়োজনে সদ্যাগত খ্রিষ্টীয় বর্ষকে হ্যাপি নিউ ইয়ার ওঙ্কারধ্বনি সহযোগে স্বাগত জানানো হয়, উহাকে থার্টি ফার্স্ট নাইট বলা হইয়া থাকে।’ এসব দেখে এখানকার খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উদ্‌যাপনকে না ‘সাহেবি উৎসব’ বলার জো আছে, না তাকে বাঙালির উৎসব বলা যায়। কিছুটা বিলিতিয়ানা আর কিছুটা বাঙালিয়ানার মিশেলে আমাদের একটি নিজস্ব ঘরানার দোআঁশলা কায়দায় আমরা নতুন বছরকে বরণ করি। প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জের তরুণ বয়সীদের অনেকে ‘থার্টি ফার্স্ট নাইট’ কথাটার আক্ষরিক বাংলা মানে না জানলেও জিনিসটা যে কী, তা ভালোই বোঝে। রাত ১২টা ১ মিনিট হলেই পরস্পরের মধ্যে ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ বলাবলি শুরু হয়। ফেসবুকের পাতা কিংবা টুইটার হ্যান্ডেলে ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’খচিত ডিজিটাল স্টিকার সেঁটে দেওয়া হয়। টাইপ করে ভুলভাল বানানে লেখার ঝক্কি এড়াতে মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপে ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ সংলাপধারী ভার্চ্যুয়াল কার্ড চালাচালি হয়। তার মানে, এত হইহুল্লোড় ও পটকাবাজির বাইরেও নতুন বছর হাসিখুশিতে কাটানোর একটা প্রত্যাশা ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’-এর মধ্যে গাঢ়ভাবেই মেশানো থাকে। একটা সর্বজনীন শুভ-ইচ্ছার দ্যোতনা তাতে মেশানো থাকে।

যৌন নিপীড়ন : নীরবতার বৃত্তে বন্দি থেকে যাবে জীবন?

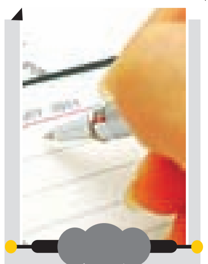

নিশাত সুলতানা
প্রাবন্ধিক

একজন নারী আসলে কতভাবে যৌন হেনস্থা বা হয়রানি বা নিপীড়নের শিকার হতে পারেন?

এই পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী সমাজে এমন কোনো নারী খুঁজে পাওয়া খুবই মশকিল হবে, যে এমন বেদনাদায়ক ও অসহনীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়নি। জীবনের পরতে পরতে নানাভাবে নানা মুহূর্তে এই ভয়াবহতার মুখে পড়তে হয় একজন নারীকে। এরকম অনেকগুলো ঘটনা একজন নারীর জীবন থেকে দেখে নেওয়া যাক।

এক.

রুনার (ছদ্মনাম) বয়স তখন ১২ বছর। উত্তরবঙ্গের একটি জেলা শহরে থাকত ওরা। রুনারা এক ভাই, এক বোন। একবার প্রচণ্ড বন্যা হয় ওদের এলাকায়। রুনাদের ঘরে বন্যার জল ওঠে। সন্তানদের নিরাপত্তার কথা ভেবে দুই ভাইবোনকে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন রুনার মা-বাবা।

মামার বাড়িতে থাকাকালে একদিন গভীর রাতে হঠাৎ রুনার ঘুম ভাঙে শরীরে অযাচিত কোনো হাতের স্পর্শে। আলো-আঁধারিতে সে খুঁজে পায় তার নিজের মামাকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় রুনা হাত দিয়ে ঠেলে ওঠায় পাশে ঘুমিয়ে থাকা ছোট ভাইকে। চোখ কচলাতে কচলাতে ভাইটি উঠে বসতেই হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান মামা।

তিনি আর কখনো রুনার ঘরে ফিরে না এলেও ভয়ংকর সেই অভিজ্ঞতা রুনার মনে স্থায়ী হয়ে যায়। সে অনেকবার ভেবেছে, মামার আসল চেহারা একদিন মাকে জানিয়ে দেবে। কিন্তু কোনো এক অস্বস্তি বারবার রুনার গলা চেপে ধরেছে। রুনার কিছুই বলা হয়নি মাকে।

দুই.

রুনা তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী। পরীক্ষায় সব বিষয়ে ভালো করলেও অঙ্কে দিন দিনই পিছিয়ে পড়ছিল সে। নিরুপায় হয়ে এক শিক্ষকের কাছে ব্যাচে অন্যদের সঙ্গে পড়ায় ইচ্ছার কথা জানাতেই বেঁকে বসলেন বাবা। কারণ, মেয়ের চলার পথের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তিনি। অনেক বুঝিয়ে অবশেষে বাবাকে রাজি করাল রুনা। কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই বখাটে ছেলেদের উপদ্রবের মুখে পড়ল সে।

একদিন পথের মাঝে এক ছেলে হ্যাঁচকা টান দিল তাকে। এরপর জোর করে হাতে ধরিয়ে দিল চিঠিসহ গোলাপ ফুল। ঘৃণাভরে চিঠি ও গোলাপ ছুড়ে ফেলল সে। বাসায় ফিরে বলব বলব করেও বাবাকে বলা হয়নি সেদিনের সেই অপমানের কথা। বললে বাবা যদি ব্যাচে পড়তে যাওয়া বন্ধ করে দেন! বন্ধুদের সহায়তা নিয়েই কোনোরকমে পড়া চালিয়ে যায় রুনা।

তিন.

এসএসসি পরীক্ষায় দারুণ ফল নিয়ে রুনা ভর্তি হয়েছে স্থানীয় সরকারি কলেজে। প্রথম বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষার সময় ঘটে আরেকটি ঘটনা।

বেঞ্চের একপ্রান্তে বসে পরীক্ষা দিচ্ছিল সে। পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা শিক্ষকদের একজন রুনাকে বেঞ্চের ভেতরের দিকে সরে বসতে বললেন। রুনা সরে বসতেই শিক্ষক রুনার জায়গায় বসে পড়লেন। শিক্ষকের হাতে একটি বই। বই পড়ার ছলে শিক্ষকের হাতের কনুই নির্লজ্জভাবে বারবার রুনার শরীর স্পর্শ করতে থাকল। রুনা কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না।

অবশেষে রুনার পাশে দাঁড়াল বেঞ্চের অপর প্রান্তে থাকা ছাত্রটি। ছেলেটি উচ্চ স্বরে রুনাকে বলল, ‘তুমি আমার জায়গায় বসো। আর আমি তোমার জায়গায় বসছি।’

ঘটনার আকস্মিকতায় সেই শিক্ষক হকচকিয়ে গেলেও তা প্রকাশ করলেন না চুপচাপ উঠে গেলেন। রুনা বাসায় ফিরে মাকে জড়িয়ে ধরে অঝোর ধারায় কাঁদল। কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে অভিযোগ জানানোর ইচ্ছা থাকলেও মায়ের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত কিছুই করল না। সেদিনের সেই ঘটনা আজও ভোলেনি রুনা।

জীবনজুড়ে যৌন নিপীড়নের চক্রে ঘুরপাক খেতে খেতে রুনারা শুধুই কুঁকড়ে যায়, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠা হয় না রুনাদের। অকার্যকর যৌন হয়রানি নির্মূল কমিটি আর বিচারহীনতার সংস্কৃতিতে বাঁধা পড়ে নিশ্চুপ রুনারা যন্ত্রণাময় একটি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এই নীরবতার শেষ কোথায়?

চার.

দেশের প্রথম সারির একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হয়েছে রুনা। পরপর তিন বছর প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছে সে। কয়েক মাস পরই অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা। একদিন হঠাৎ ডিপার্টমেন্টের এক প্রভাবশালী শিক্ষকের কাছ থেকে মুঠোফোনে বার্তা পেল রুনা। শিক্ষক পরদিন তাকে তাঁর কক্ষে দেখা করতে বলেছেন।

পরদিন দুরুদুরু বক্ষে শিক্ষকের কক্ষে হাজির হলো সে। শিক্ষক ইনিয়েবিনিয়ে বোঝালেন তিনি কতটা পছন্দ করেন রুনাকে এবং ফাইনাল পরীক্ষাতে ভালো ফল নিশ্চিত করতে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার বিষয়টিও আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন। ব্যতিক্রম হলে কী পরিণতি হতে পারে, তাও কৌশলে জানিয়ে রাখলেন।

রুনার আর অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম হওয়া হয়নি। পূরণ হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্নটিও। খুব কাছের দুজন বন্ধু ছাড়া সেদিনের সেই ঘটনা আর কাউকে জানানো হয়নি।

পাঁচ.

পড়াশোনা শেষ করে রুনা তখন একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করে। অফিসের পরিবেশ নারীবান্ধব, আছে কর্মী সুরক্ষায় নানা নীতিমালা। চাকরির প্রথম কয়েকটি বছর নিরুপদ্রব কেটে গেলেও হঠাৎ একটি সমস্যার মুখোমুখি হয় সে। নতুন বস কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে কাজ করতে একধরনের অস্বস্তি বোধ করছিল রুনা। একদিন একটি রিপোর্ট বসের দিকে এগিয়ে দিতেই হঠাৎ রুনার হাত স্পর্শ করে বসেন তিনি। রুনা কোনোরকমে হাত ছাড়িয়ে রুম থেকে বেরিয়ে আসে।

এরপর সাহস করে হয়রানির বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তাকে জানায় সে। তিনি পুরো ঘটনা মন দিয়ে শোনেন এবং রুনাকে সমবেদনাও জানান। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের যৌন হয়রানি নির্মূল কমিটিকে জানানোর প্রসঙ্গে তিনি রুনাকে বলেন, তথ্যপ্রমাণ ছাড়া এ ধরনের অভিযোগ প্রমাণ করা খুব কঠিন।

নারীকে মানসিক নির্যাতন করাও যে আইনবিরুদ্ধ তা কি আমরা জানি?

রুনা ভেবে দেখে, তার কাছে তেমন কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই। তাই আর অভিযোগ করা হয় না রুনার।

দুই মাসের মাথায় বর্তমান বেতনের চেয়ে কম বেতনে আরেকটি প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয় রুনা।

এভাবে যৌন হয়রানি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে রুনাদের জীবন। রুনাদের বলা হয় না কিছুই। রুনার এই নীরবতা প্রতিনিধিত্ব করে বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক নারীর যৌন হয়রানিতে নীরবতার ইতিহাস। এর বাইরে চলার পথে, গণপরিবহনে আর অনলাইন প্ল্যাটফর্মে হয়রানি তো আছেই।

প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে জানা গেছে, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের শিকার ৯০ শতাংশ ছাত্রী কোনো অভিযোগ করেন না। এ ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো বিচারহীনতার সংস্কৃতি, রাজনৈতিক প্রভাব, বিচার কোথায় পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে প্রচারের ঘাটতি, অসহযোগিতা, লোকলজ্জা, মেয়েদের পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় ইত্যাদি।

প্রতিবেদনটিতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র তুলে ধরলেও পরিবারসহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের চিত্র অনেকটা একই রকম। অধিকাংশ নির্যাতনের প্রমাণ থাকে না। আবার প্রমাণ থাকলেও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকে না। ১০ শতাংশ অভিযোগের মধ্যে বিচার প্রাপ্তির হার ৩ শতাংশেরও কম।

জীবনজুড়ে যৌন নিপীড়নের চক্রে ঘুরপাক খেতে খেতে রুনারা শুধুই কুঁকড়ে যায়, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠা হয় না রুনাদের। অকার্যকর যৌন হয়রানি নির্মূল কমিটি আর বিচারহীনতার সংস্কৃতিতে বাঁধা পড়ে নিশ্চুপ রুনারা যন্ত্রণাময় একটি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এই নীরবতার শেষ কোথায়?

সাময়িকী

গাজা যুদ্ধ বিশ্বকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে

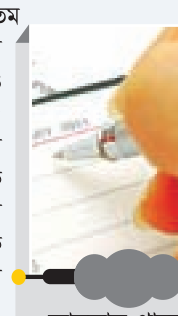

আলতাফ পারভেজ
প্রাবন্ধিক

বিশ্বে দুটি বড় যুদ্ধ চলছে এখন। এই লেখা তৈরির সময় ইউক্রেনে ৬৭৪তম দিনের মতো বোমা পড়ছিল। গাজা যুদ্ধও শিগগির শততম দিন ছোঁবে। ২৫ মাইল আয়তনের একটা জায়গায় প্রতিদিন গড়ে ৩০০ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। গাজা সংঘাতের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধের বড় এক ফারাক নিশ্চয়ই ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের গণহত্যার ধরনে। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ যেভাবে ওই দেশের সীমানায় চলছে, গাজা যুদ্ধ সেই তুলনায় ভিন্ন চেহারা নিয়েছে।

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সহযোগিতায় ইয়েমেনে হুতি, লেবাননে হিজবুল্লাহ, সিরিয়ায় আসাদ সরকার, ইরাকে ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স সরাসরি যে ভূমিকা রাখছে, সেটা স্পষ্ট। এটা ইসরায়েলের বিপরীতে ইরানের উচ্চাভিলাসী এক সামরিক ছকের কথাও জানাচ্ছে। তেহরানের এই পরিকল্পিত ছক যে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ভারসাম্যে পালাবদলের স্পষ্ট ইঙ্গিত, সেটা ২০২৩-এর অক্টোবর থেকে বেশ খোলাসা হলো। প্রশ্ন উঠেছে, ইউরোপ-আমেরিকার ভুল মধ্যপ্রাচ্য নীতির ফলেই এমন ঘটতে চলেছে কি না। এর ফলইবা কী দাঁড়াবে?

ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধ কয়েক দশকের। কেবল গাজাতেই গত ১৭ বছরে ৫ দফায় যুদ্ধ হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের যোদ্ধারা যখন নতুন করে প্রতিরোধ সংগ্রামে নামেন, তখন রাষ্ট্রীয়ভাবে সবচেয়ে জোরালো ও শর্তহীন সমর্থন দিয়েছে কেবল ইরান। এটা এখন আর কেউ লুকায় না, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের বিভিন্ন উপদলের সঙ্গে তেহরানের গভীর সম্পর্ক আছে। সুন্নিপ্রভাবিত ইসলামি ব্রাদারহুডের সূত্রে হামাসের জন্ম হলেও ইসরায়েলের মুখোমুখি হওয়ার সাহস পেয়েছে তারা ইরানের সামরিক মদদে। সুতরাং গাজা যুদ্ধে পরোক্ষে হলেও ইরান আছে। যেভাবে ইসরায়েলের পাশে ওয়াশিংটন আছে বহুকাল। এ যুদ্ধ শুরুর পর সবাই ধরে নিয়েছিলেন, কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হবে এটা। ইসরায়েলি সামরিক আগ্রাসনে ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা বেশি সময় টিকে থাকতে পারবেন না। ইয়েমেনের হুতি ও লেবাননের হিজবুল্লাহর মতো সামরিক শক্তিগুলো যে এই যুদ্ধে নির্ধারক শক্তি হয়ে উঠবে, সেটা অনেকের প্রাথমিক বিবেচনায়ই ছিল না। হুতিদের অংশগ্রহণে এই যুদ্ধ ইতিমধ্যে লোহিত সাগর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। আবার তাদের তৎপরতা রুখতে ভারত পর্যন্ত গাজা যুদ্ধে পরোক্ষ শরিক এখন। ইয়েমেন উপকূলের অদূরে আরব সাগরে জাহাজ চলাচলে হামলা রুখতে ভারতের তিনটি যুদ্ধজাহাজ সেখানে অবস্থান নিয়েছে সম্প্রতি। যদিও আরব সাগরে ভারতের অবস্থান ইয়েমেনের উল্টো দিকে, কিন্তু তাদের কাছাকাছি জলসীমায় ২৩ ডিসেম্বর লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী জাপানি মালিকানাধীন তেলের ট্যাংকারে ড্রোন হামলার দুই দিন পর নয়াদিল্লি নতুন পদক্ষেপের কথা জানাল। জাপানি মালিকানাধীন জাহাজটি হামলার পর মুম্বাইয়ে নোঙর করে। এতে হুতিরা হামলা করেছে কি না, সেটা স্পষ্ট নয়। তবে লোহিত সাগরে ইসরায়েলে আসা-যাওয়ার চেষ্টাকারী যেকোনো জাহাজে হামলা চালানোর কথা হুতিরা বহু আগেই জানিয়েছে এবং বেশ কয়েকটি জাহাজে অভিযানের ভিডিও প্রকাশ করেছে। বিশ্ববাণিজ্যের প্রায় ১২ শতাংশ লোহিত সাগর ব্যবহার করত এত দিন। ২৫ ডিসেম্বর এশিয়া টাইমস লিখেছে, লোহিত সাগরে হুতিদের নিখুঁত নজরদারি বলছে, তারা এ কাজে স্বয়ংক্রিয় ‘ট্র্যাকিং সিস্টেম’-এর পাশাপাশি হয়তো ইরানের রাডার ব্যবস্থার সহায়তা নিচ্ছে। জলপথে গোপনে চলাচল কঠিন। আবার শিপ রেজিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত তথ্যও গোয়েন্দাদের কাছে দুষ্প্রাপ্য নয়। মনে হচ্ছে, এ রকম সব সহায়তা হুতিরা পাচ্ছে। সে জন্য ওই অঞ্চলের পণ্যবোঝাই জাহাজগুলো নিরাপত্তার খাতিরে এখন ভিন্ন জলপথে আসা-যাওয়া করে। তাতে খরচও বাড়ছে। এ-ও একধরনের যুদ্ধই বটে। আমেরিকার ক্যাম্পাসগুলোতে কেফিয়া পরা তরুণদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। ইহুদিরা ইউরোপ-আমেরিকায় ঐতিহাসিকভাবে যে সহানুভূতি পেত, গাজায় ইসরায়েলের বর্বরতার পর সেই স্রোত বইছে ফিলিস্তিনিদের দিকে। অনেক লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ইসরায়েলপন্থী বহু প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান বর্জন করছেন।

জানা অজানা

মাতাজী আশ্রমে কল্পতরু দিবস পালিত হলো

গৃহী ভক্তদের কৃপা করার জন্য ভগবান রামকৃষ্ণ কল্পতরু হয়েছিলেন

সুনীল কুমার দে

আজ ইংরেজী নব বর্ষে হাতার মাতাজী আশ্রমে নব নির্মিত রামকৃষ্ণ মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু দিবস ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হলো।বেলা ২ টায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের বিশেষ পূজা ও ভোগ নিবেদন করা হলো।তারপর রামকৃষ্ণ সংগীত পরিবেশন করা হলো।সংগীতে ভাগ নিলেন সুনীল কুমার দে,ভাস্কর চন্দ্র দে, পতিত পাবন দাস,তড়িৎ মণ্ডল,কমল মিশ্র,সুজতা মোড়ল,লোচনা মণ্ডল,রেবা গোস্বামী,দেশাই সোরেন প্রমুখ।তারপর সুনীল কুমার দে কল্পতরু দিবসের ইতিহাস জানালেন।তিনি বলেন,,ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কৃপা করার জন্য ও আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারী তে কল্পতরু হয়েছিলেন।এই অবসরে সুধাংশু শেখর মিশ্র,রাজকুমার সাহু,হীরালাল দে,সুজাতা মরল আদি বক্তব্য রাখলেন।বেলা তিনটায় যখন ঠাকুর কল্পতরু হয়েছিলেন সেই পুন্য ক্ষনে সামুহিক জপ,ধ্যান ও প্রার্থনা করা হলো সন্ধ্যায় ঠাকুরের সন্ধ্যা আরতি,কথামৃত পাঠ ও হরিনাম সংকীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হলো। ধন্যবাদ দিলেন কৃষ্ণ পদ মণ্ডল।অনুষ্ঠান টিকে সঞ্চালন করলেন সুনীল কুমার দে।এই উপলক্ষে হীরা লাল দে,মোহিতোষ মণ্ডল,কৃষ্ণ পদ মন্ডল,রাজ কুমার সাহু,রবিন্দ্র নাথ দাস,ভবতারণ মণ্ডল ,মৃনাল পাল,নিবারণ মুদি ,তপন মণ্ডল,স্বপন মণ্ডল, সুবোধ মণ্ডল,হেম চন্দ্র পাত্র,মোহিতোষ গোপ,অরুন মাহাতো,বীরেন মণ্ডল,তপন কুমার মণ্ডল,বিমল মণ্ডল,বিমল চন্দ্র মণ্ডল,নারায়ণ চ্যাটার্জি,লোচনা মণ্ডল,অঞ্জলি মণ্ডল,কমল মিশ্র,সিয়া মিশ্র,বকুল মিশ্রা,ঝর্ণা সাহু,চিনু মা,ছবি রানী মণ্ডল,কাকলি দে,কাজল মণ্ডল,নিত্যানন্দ গোস্বামী ছাড়াও বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা কি সচেতন

‘আমাদের আমলে তো মানসিক অসুখ ছিল না, তোমাদের এত মানসিক সমস্যা কেন?’-কিশোরী মেয়ের প্রতি বাবার প্রশ্ন। দশম শ্রেণির ছাত্রীটির সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, তার বোনের বিষণ্নতা আছে, কিন্তু বাবা চিকিৎসার উদ্যোগ নিচ্ছেন না। কারণ, অল্প বয়সীদের যে মানসিক রোগ হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি সচেতন নন। কিশোরীটি বলল, কয়েক মাস আগে তার এক সহপাঠী আত্মহত্যা করেছে। পরীক্ষার ফলাফলের পর মা-বাবার বকাঝকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় পত্রিকা ও অনলাইন পোর্টালের আত্মহত্যার সংবাদ বিশ্লেষণ করে একটি সমীক্ষা প্রকাশ করেছে আঁচল ফাউন্ডেশন। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত আট মাসে সারা দেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬১ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। এদের মধ্যে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর হার ৪৬ দশমিক ৮-এর বেশি। আত্মহত্যার নানা কারণ থাকে, মানসিক অসুস্থতা এর একটি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, স্বাস্থ্য ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক-এই তিন অবস্থার সমন্বয়। একজন মানুষের স্বাস্থ্য হলো নীরোগ শরীর সেই সঙ্গে ভয়, হতাশা, বিষণ্নতা, মানসিক চাপ থেকে মুক্ত এবং সমাজের নানা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম মন। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের অন্যতম উপাদান হলো মনের সুস্থতা। মানুষের চিন্তা, আবেগ ও আচরণ মিলেই মানসিক স্বাস্থ্য। যেকোনো সময়ে একজন ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা কেমন হবে, তার পেছনে একাধিক সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক কারণ থাকে। ২০১৮ সালের একটি জরিপ অনুযায়ী, ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষের মধ্যে মানসিক রোগের হার ১৮ দশমিক ৭। বিশ্বে আত্মহত্যা ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, অর্ধেকের বেশি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ১৪ বছরের আগে শুরু হয়। পৃথিবীর ২০ শতাংশ শিশু ও কিশোর-কিশোরীর মানসিক অসুস্থতা আছে। মানসিক স্বাস্থ্যকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বের স্বীকৃতি। মানসিক রোগ নিয়ে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। অনেকে মনের অসুখকে একধরনের বিচ্যুতি বা দুর্বলতা বলে মনে করেন। অসুস্থ ব্যক্তিরা পারিবারিক, সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রে অনেক বৈষম্যের শিকার হন। তাঁদের নিয়ে চলে নির্দয় হাসিঠাট্টা। এ কারণে কারও কারও মধ্যে মানসিক অসুস্থতা গোপন করার প্রবণতা দেখা যায় এবং চিকিৎসা নেওয়ার ব্যাপারে অনীহা থাকে। কিন্তু ঠিক সময়ে চিকিৎসা পেলে অনেক মানসিক রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং এতে আক্রান্ত ব্যক্তি কর্মক্ষম জীবন যাপন করতে পারেন। কোনো কোনো মা-বাবা ও অভিভাবক আক্ষেপ করেন, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মানসিক রোগের লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানতে পারলে তাঁরা হয়তো আগেই সন্তানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারতেন। এ বিষয়ে গণসচেতনতা বাড়াতে হবে। মানসিক অসুস্থতা নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার। মনে রাখতে হবে, মানসিক রোগ কোনো অপরাধ বা ব্যর্থতা নয়।নাগরিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা, পড়াশোনার চাপ, খেলাধুলা, সুস্থ বিনোদনের অভাব ইত্যাদির কারণে বর্তমানে শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা স্ট্রেস বা চাপের মধ্যে থাকে। বেশির ভাগ শিশু স্ট্রেস অনুভব করে, যখন তারা কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে না। এর মধ্যে আছে বয়ঃসন্ধির শুরু, স্কুলে পরীক্ষা ও অত্যধিক বাড়ির কাজ, বন্ধুদের সঙ্গে ও সামাজিকতা রক্ষায় সমস্যা, বড় কোনো পরিবর্তন (যেমন বাড়ি বা স্কুল বদল, মা-বাবার বিচ্ছেদ), দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, পরিবারে আর্থিক সমস্যা ইত্যাদি। অল্প পরিমাণে স্ট্রেস শিশু ও বড়দের জন্য ভালো হতে পারে, যেমন পরীক্ষা বা বক্তৃতা ভালো করে দেওয়ার জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করে। তবে স্ট্রেস যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন তা একজন ব্যক্তির মেজাজ, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আমরা কি শিশুদের জীবনে ক্রমবর্ধমান চাপ এবং তা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে কীভাবে প্রভাবিত করছে, সে বিষয়ে সচেতন? যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ অনুযায়ী, যদি কোনো শিশু ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করে অথবা নিজেকে বা অন্য কাউকে আঘাত করতে চায়, তাহলে অবিলম্বে মনোরোগ চিকিৎসকের সহায়তা নিতে হবে। এর পাশাপাশি কিছু উপসর্গ সম্পর্কে মা-বাবা ও অভিভাবকেরা সচেতন থাকলে সঠিক সময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব। শিশুদের ক্ষেত্রে নিচের লক্ষণগুলো দেখলে মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে, যাতে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করতে পারেন-শিশু যদি ঘন ঘন রেগে ওঠে অথবা বেশির ভাগ সময় তীব্রভাবে খিটখিটে হয়, প্রায়ই ভয় বা উদ্বেগের কথা বলে, কোনো কারণ ছাড়া বারবার পেটব্যথা বা মাথাব্যথা সম্পর্কে অভিযোগ করে, সব সময় অস্থির থাকে এবং চুপ করে বসে থাকতে না পারে, খুব বেশি কিংবা কম ঘুমায়, দুঃস্বপ্ন দেখে, অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলতে আগ্রহী না হয় অথবা বন্ধুত্ব করতে না পারে, পরীক্ষায় হঠাৎ খারাপ ফল করে ইত্যাদি। কিশোর-কিশোরীদের জন্য মনোরোগ চিকিৎসকের সহায়তা নিতে হবে, যদি তারা যে বিষয়গুলো উপভোগ করত সেগুলোয় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, তাদের দুর্বল লাগে, খুব বেশি কিংবা কম ঘুমায় অথবা সারা দিন তন্দ্রাচ্ছন্ন বোধ করে, বেশির ভাগ সময় একা থাকে, বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ এড়িয়ে চলে, ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে থাকে অথবা খুব কম খায়, নিজেকে আঘাত করে ধূমপান, মদ্যপান অথবা মাদক গ্রহণ করে একা বা বন্ধুদের সঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ বা আক্রমণাত্মক আচরণে লিপ্ত হয়, আত্মহত্যার চিন্তা করে, ভাবে যে কেউ তাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে বা তারা এমন কিছু শোনে, যা অন্যরা শুনতে পায় না।

পাঠকের চিঠি

নতুন বছরে শিশুকালটা নিরাপদ থাকুক

কোভিড মহামারির ঘোর দুঃসময়ে দুটি বছর বিদায় নেওয়ার আগেই বাতাস ভারী হয়ে যেত প্রিয়জন বিচ্ছেদের কষ্টে। সেই দুঃসময়টা আমরা পেছনে ফেলে এসেছি, অথচ এ বছরের শেষে এসেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, বছরটির বারোমাসি যাত্রায় পর্দা নামার আগেই অসংখ্য মানুষের জীবনেও আচমকা পর্দা পড়ে গেছে। এক ফিলিস্তিনের গাজাতেই মাত্র দুই-আড়াই মাসে আট হাজার শিশুর জীবন হারিয়ে গেল কিছু শক্তির অমানবিকতা আর দম্ভের বলি হয়ে। সারা বিশ্বের দিকে তাকালে অকারণে হারিয়ে যাওয়া শিশুদের সংখ্যাটা নিষ্ঠুর রকমের হৃদয়বিদারক হবে। আমাদের দেশেও রাস্তায় ঝরেছে, পুকুরে ডুবে হারিয়েছে অনেক শিশুর প্রাণ। এই সেদিন রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হয়ে চলন্ত ট্রেনে মায়ের বুকে মিশে থেকে মায়ের সঙ্গে আগুনে দগ্ধ হলো এক শিশুর ছোট্ট শরীর। বছর শেষে বীভৎসতার এই সালতামামি আমাদের স্তব্ধ করে দেয়। সামনের বছরটা নিয়ে তাই আমরা আশাবাদী হতে পারি না। আগামী বছরটা যেন শিশুদের, তাদের থেকে বড়দের, তাদের পিতা-মাতা ও প্রতিবেশীদের সুন্দরভাবে কাটে, সে রকম একটা প্রার্থনা জানাতেও অনেক শক্তির প্রয়োজন হয়। তারপরও আমাদের ভেতর যে একরোখা এক আশাবাদী থাকে, তার কণ্ঠ ধার করে বলতে হয়, আসে দিন নিশ্চয় ভালো হবে। সহিংসতা আর বীভৎসতা-এসবের সঙ্গে শিশুদের কোনো সংযোগ আমরা দেখতে চাই না। নিশ্চয় প্রতিদিন একটু একটু করে এসব দূরের গল্প হতে থাকবে। আমি জানি, এই দূরের গল্প এবং হাসি-আনন্দের কাছের গল্পটাও আমরা আমাদের মতো করে নিতে পারিনি শুধু আমাদের জন্যই। এ জন্য প্রকৃতি কিছুটা দায়ী, কাছের-দূরের নানা শক্তি, ঘটনাপাত আর ঘটকেরা কিছুটা দায়ী, নিয়তি বলে মানুষ যাকে বিশ্বাস করে, সেই দাবার ছক উল্টে দেওয়া অদৃশ্য ঘোড়সওয়ার কিছুটা দায়ী, কিন্তু মূল দায়টা আমাদেরই।

সপন কর্মকার, ঝালদা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরোঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আসন্ন লোকসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে দলকে রাজনৈতিক ভাবে অধিক শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলাই ২০২৪ সালের লক্ষ্য বলে মন্তব্য অগপ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরার

নির্বাচনে প্রার্থী নিক্ষেপ সমীক্ষার প্রতিবেদন আসার পর হবে প্রার্থীত্ব নিশ্চিত, ত্রিপাক্ষিক চুক্তিকে পূর্ণ সমর্থন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রতিবছরের গতানুগতিক পরম্পরা রক্ষা করে নতুন বছরকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছেন অসম গণ পরিষদের প্রতিজন নেতা। এই অনুষ্ঠানে নতুন বছর ২০২৪ সালকে ঘিরে দলের যাবতীয় পরিকল্পনার কথা খোলাসা করেছেন অগপ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরা। তিনি বলেন আসন্ন লোকসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে দলকে রাজনৈতিক ভাবে অধিক শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলাই ২০২৪ সালের লক্ষ্য। তাছাড়া লোকসভা নির্বাচনে কতটি আসনে দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কিংবা প্রার্থীকে হবেন সেই সংক্রান্তে এক সমীক্ষা চালাচ্ছে অসম গণ পরিষদ। এবার এই সমীক্ষার প্রতিবেদন আসার পরেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে লোকসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থীত্ব নিশ্চিত বলে তিনি ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার, অসম সরকার এবং আলোচনা পন্থী আলফার মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তির পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের আমবাড়ি স্থিত অসম গণ পরিষদের মুখ্য কার্যালয় প্রতিবছরের মতো এবারও পরম্পরাগত গতানুগতিক সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠান আযোজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে নিজের মতামত ব্যক্ত করে অসম গণ পরিষদের সভাপতি তথা কৃষি মন্ত্রী অতুল বরা প্রথমে নতুন বছর এবং আগন্তুক ভোগালী বিহু তথা সংক্রান্তির জন্য রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেন ইতিমধ্যে দলের পদাধিকারী দের এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে দলকে রাজনৈতিক ভাবে অধিক শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। মূলত আসন্ন লোকসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। তবে লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে ২০২৩ সালে এপ্রিল থেকেই সারা আসামের প্রতিটি কেন্দ্রে এক একটি করে জনসভা অনুষ্ঠিত করেছে অসম গণ পরিষদ। সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় দলীয় কর্মীদের তৎপরতা পরিলক্ষিত করে প্রতিজন ব্যাপক উৎসাহিত হয়েছেন বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

অসম গণ পরিষদের সভাপতি তথা কৃষি মন্ত্রী অতুল বরা বলেন দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আঞ্চলিকতাবাদকে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তুলতে অধিক পরিশ্রম করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মূলত দলকে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী ভাবে গড়ে তুলতে ৩৫ টি জেলা কমিটিকে নতুনভাবে তৎপর করা হয়েছে। তাছাড়া ২০২৪ সালে বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে রাইজ মেল অর্থাৎ জনতার বৈঠক অনুষ্ঠিত করা হবে। ২০১৯ সালে থেকে অসম গণ পরিষদের ভাতৃ সংগঠন ছাত্র পরিষদ ব্যাপকভাবে তৎপর হয়ে ওঠে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। ইতিমধ্যে ছাত্র পরিষদ নিযোগে মেলা অনুষ্ঠিত করেছে যেখানে ১৪০০০ এর অধিক যুবক যুবতী অংশ নিয়েছেন। এই নিযোগে মেলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু স্বনামধন্য কোম্পানি যোগদান করেছিল। তবে শুধুমাত্র ছাত্র পরিষদ নয় কৃষক পরিষদ, চা পরিষদ এবং মহিলা পরিষদ ২০২৪ সালে বহু নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এমনকি ২০২৪ সালকে অগপ ভাতৃ সংগঠন গুলোর প্রতি উৎসর্গ করে বিভিন্ন বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানান তিনি।

অগপ সভাপতি বলেন ২০২৪ সালে উদ্যোম ২০২৪ নামের রাজ্য ভিত্তিক এক মেলা এবং প্রদর্শনীর আযোজন করা হবে। মূলত যুবক যুবতীদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তোলার স্বার্থে নানা প্রশিক্ষণ কর্মশালা আযোজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই মেলায় বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে নতুন বছরে রাজ্যজুড়ে বুথ কর্মীসভা আযোজন করতে চলেছে অসম গণ পরিষদ। সভাপতি অতুল বরা জানান আগামী ৮ জানুয়ারি বরপেটায়, ১০ জানুয়ারি কাজিরাঙ্গায়, ২৩ জানুয়ারি যোরহাটে, ৩০ জানুয়ারি শোনিতপুরে, ২ ফেব্রুয়ারি করিমগঞ্জে বুথ কর্মীসভা আযোজন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে রাজ্যের অন্যান্য লোকসভা কেন্দ্রের অধীনেও এই কার্যসূচি গ্রহণ করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। কৃষিমন্ত্রী জানান আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি দলের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। মূলত অগপর সংবিধান অনুযায়ী কমিটির তিন বছর কার্যকাল থাকে। এরই মধ্যে অনুমতি সাপেক্ষে এই কমিটির কার্যকাল ৬ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবার ১১ ফেব্রুয়ারি দলের সাধারণ সভায় নতুন কমিটি গঠন করা হবে বলে জানালেন তিনি।

সভাপতি অতুল বরা বলেন অসম গণ পরিষদ বর্তমান এনডিএ এর অংশীদারি দল। ফলে লোকসভা নির্বাচনে দলটি মিত্রতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হবে। তবে আপাতত ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রেই দলকে শক্তিশালী করতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দল কতটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সেটা সমীক্ষার প্রতিবেদনে অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে সমীক্ষা অব্যাহত রয়েছে। তবে একটি বিষয়ে নিশ্চিত যে এই নির্বাচনের মাধ্যমে লোকসভায় দলের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হবে। এটা নিশ্চিত বলে ঘোষণা করেন তিনি। অন্যদিকে অগপ সভাপতি বলেন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পর্কে যেটা বলার সেটা আলফা বলবে। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দিল্লির প্রতি বঞ্চনা করার ধ্যান ধারণার বর্তমান পরিবর্তন ঘটেছে। তাছাড়া এই চুক্তির মাধ্যমে অসম যেই আর্থিক প্যাকেজ পেয়েছে সেটার মাধ্যমে বিকাশের ক্ষেত্রে রাজ্য লাভান্বিত হবে। একই সঙ্গে ডিলিমিটেশনে রাজ্য উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি এনআরসির ক্ষেত্রে অসম কিছুই পায়নি বলে মন্তব্য করেছেন অগপ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরা।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত একইভাবে রাজ্যবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন রাজ্যের ভূমিপুত্র দের স্বার্থে অসম গণ পরিষদ ইতিমধ্যে বহু পদক্ষেপ নিয়েছে। তাছাড়া ভবিষ্যতেও দলের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। রাজ্যসভার সাংসদ বীরেন্দ্র কুমার বৈশ্য, বিধায়ক ফণি ভূষণ চৌধুরী, বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা, প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কমলা কলিতা, দলীয় নেতা মনোজ শইকীয়া, দলের তথ্য এবং প্রচার সম্পাদক ড০ তপন দাস প্রমুখ প্রাক্তন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং দলের ভাতৃ সংগঠন গুলোর নেতারা অংশগ্রহণ করেন।

টুকরো খবর

বর্ণবাদ নিয়ে বিধায়ক অখিল গগৈ অপপ্রচার চালাচ্ছেন বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার

আহোমদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকারের ভালোবাসা তথা দায়বদ্ধতার সার্টিফিকেট অখিল গগৈর কাছ থেকে প্রয়োজন নেই

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ এবার বর্ণবাদ সম্পর্কে বিধায়ক অখিল গগৈর কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন বর্ণবাদ বিষয়ের উপর বিধায়ক অখিল গগৈ অপপ্রচার চালাচ্ছেন। তবে আহোমদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকারের ভালোবাসা তথা দায়বদ্ধতার সার্টিফিকেট অখিল গগৈর কাছ চাই না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা সামাজিক মাধ্যমে ইদানিং নানা বিষয় নিয়ে নিজের মতামত তুলে ধরছেন। এরই মধ্যে তার এক বিষয়ে করা মন্তব্যের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে সেখানে নিজের মতামত তুলে ধরেছিলেন বিধায়ক অখিল গগৈ। এবার বিধায়কের করা এই মন্তব্য সংক্রান্তে একবার নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন বর্ণবাদ সম্পর্কে বিধায়ক অখিল গগৈ চালানো অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তার লেখা একটি পোস্টে বিধায়কের প্রতিক্রিয়া দেখে তার প্রতি দরদ জেগেছে। এর কারণ বিধায়ক অখিল গগৈ লেখা নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে তার সংকীর্ণ মানসিকতা হতাশা অহংকার বোধ প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি আহোমদের সাধারণ জনতা নির্বাচনের আগে কিংবা পরে মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকারকে মন ভরা ভালোবাসা দিয়েছেন। বিজেপি তথা মুখ্যমন্ত্রীকে সাম্প্রদায়িক বলে মন্তব্য করা বিধায়ক অখিল গগৈ স্বয়ং একজন সাম্প্রদায়িক বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন কৃষকদের চরম প্রতারণা করে জনতার আঃদোলনকে ব্যবহার করে রাজনীতিতে আসা অখিল গগৈর মুখে বর্তমান শুধুমাত্র তিনজন গগৈর প্রসঙ্গ। তবে বর্তমান তিনি যার কোলে বসে আছেন সেই কংগ্রেস দলকে তার প্রশ্ন করা উচিত এতদিন আহোম জনগোষ্ঠীর জন্য দলটি কিছু করেনি কেন। ৭০ বছর আহোমদের জন্য কিছু না করা দলের কোলে বসে উল্টো বিজেপিকে প্রশ্ন করা বিধায়ক অখিল গগৈর নাটক দেখে হাসি পায় বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন রাজ্যের প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি আহোমদের জন্য সরকার কি করেছে সেটার উত্তর কথাতে নয় বরং কাজের মাধ্যমে দিচ্ছে বিজেপি সরকার।মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাবীর লাচিত বরফুকন এবং তার বীরত্বকে বিশ্ব দরবারে মহা আযোজনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রচেষ্টার ফলে যখন দেশের ভিতরে অন্যতম বৃহৎ হিসেবে লাচিত বরফুকনের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সেখানে মোবাইল এর মাধ্যমে সেলফি উঠিয়ে তার পৃষ্ঠপোষক কংগ্রেসকে দেখিয়ে এই ধরনের কাজ এর আগে হয়নি কেন বলে প্রশ্ন করার জন্য বিধায়ক অখিল গগৈর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। চরাইদেউ মৈদামকে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর পর্যায়ে পর্যায়ে অব্যাহত থাকা প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিধায়ক আদৌ জ্ঞাত কি নন সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। আহোমদের স্মৃতি জড়িত রংঘরে বিশাল প্রকল্প তথা যুদ্ধের কীর্তি স্তম্ভ নির্মাণ করার কাজে ব্রত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অথচ বিধায়ক অখিল গগৈ নিজের জাতির মধ্যে করা সংকীর্ণ রাজনীতিতে ব্যস্ত রয়েছেন। ফলে তাকে শিবসাগর থেকে বেরিয়ে এসে অসম তথা ভারতবর্ষের স্বার্থে কাজ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

মায়ের জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে উপহারসহ পর্তুগালে রোনালদো

প্যারিস ঃ মায়ের জন্মদিন!

সব সন্তানের জন্যই দিনটা বিশেষ। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোও ব্যতিক্রম নন। তবে মায়ের জন্মদিনে তাঁর পাশে থাকাটাকে রোনালদো বিশেষভাবেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। শোনা যায়, রুশ মডেল ইরিনা শায়াকের সঙ্গে তাঁর পাঁচ বছরের সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছিল মায়ের জন্মদিনে 'সারপ্রাইজড' উপস্থিতিতে রাজি না হওয়ার জেরে। রোনালদোর মা দোলোরেস অ্যাভেইরোর জন্মদিন ৩১ ডিসেম্বর। ম্যাচের ব্যস্ততা না থাকলে এই দিনে পর্তুগালে গিয়ে মায়ের সঙ্গেই কাটান 'সিআরসেভেন'। এবার আল নাসর তারকার ম্যাচ ছিল ৩০ ডিসেম্বর। সেদিন আল তাউনের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলেই সৌদি আরব থেকে পর্তুগালের মাদেইরাতে চলে যান রোনালদো। শুধু নিজেই যাননি, মায়ের জন্য একটা উপহারও হাজির করেন পর্তুগিজ তারকা। মায়ের ৬৯তম জন্মদিনে তাঁকে একটি পোরশে গাড়ি উপহার দিয়েছেন রোনালদো। এরপর মায়ের জন্মদিন ও নতুন বছর উদ্‌যাপনে আয়োজন করেছেন পার্টিও। মাকে রোনালদোর গাড়ি উপহারের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। যেখানে দেখা যায় নাতি রোনালদো জুনিয়রের সঙ্গে গ্যারেজে ঢুকে গাড়ির কাছে যান দোলোরেস। একপর্যায়ে নাতিকে তিনি জড়িয়ে ধরেন। এ সময় তাঁর চোখ ছলছল করছিল। পরে গিয়ে গাড়ির চালকের আসনে বসেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, সেজেগুজে পার্টি প্রাঙ্গণে ঢুকছেন দোলোরেস। এ সময় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রোনালদো মায়ের উদ্দেশে বলেন,

'কেঁদো না, তোমার মেকআপ নষ্ট হয়ে যাবে।' দোলোরেসের আনন্দময় এসব মুহূর্ত নিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেছেন কাতিয়া অ্যাভেইরো। কাতিয়া রোনালদোর দুই বোনের ছোটজন। তিনি মায়ের জন্মদিন উদ্‌যাপন নিয়ে লিখেছেন, 'তিনি যদি খুশি হয়ে থাকেন, সেটা এ কারণে নয় যে উপহারটা দামি ছিল বরং এ কারণে যে ছেলে তাঁকে মনে রেখেছে। আপনার মাবাবাকে সম্মান করুন, আপনার দিনগুলো কল্যাণময় হবে।'

রোনালদো অবশ্য এবারই প্রথম মাকে উপহার দেননি গত বছরের মা দিবসে দোলোরেসকে একটি মার্সিডিজ গাড়ি দিয়েছিলেন। এর আগে ২০২০ সালেও মাকে আরেকটি গাড়ি উপহার দেওয়ার খবর এসেছিল সংবাদমাধ্যমে। পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী বিভিন্ন সময়ে সাক্ষাৎকারে তাঁর ক্যারিয়ারের মায়ের বিশাল অবদানের কথা তুলে এনেছিলেন। ক্যারিয়ারে নানা ধাক্কার পরও হার না মানার মানসিকতায় ঘুরে দাঁড়ানোও মায়ের কাছেই শিখেছেন বলে জানিয়েছেন সেসব সাক্ষাৎকারে।

অনাপত্তিপত্র বাতিল, আফগান স্পিনার মুজিবকে পাচ্ছে না মেলবোর্ন রেনেগেডস

কাবুল ঃ বিগ ব্যাশে (বিবিএল) আগামীকাল 'মেলবোর্ন ডার্বি'তে মেলবোর্ন স্টারসের মুখোমুখি হবে মেলবোর্ন রেনেগেডস। এই ম্যাচে আফগানিস্তানের তারকা স্পিনার মুজিব উর রেহমানকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি মেলবোর্ন রেনেগেডস। কারণ হিসেবে ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'তাঁর অনাপত্তিপত্রের শর্তাবলি পাল্টানো'র পর ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়েছেন। দেশের বাইরে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ খেলায় মুজিব উর রেহমান, ফজলহক ফারুকি ও নাভিন-উল-হককে গত ২৬ ডিসেম্বর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। তখন বোর্ডের বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'আফগানিস্তানের হয়ে খেলার চেয়ে তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছেন।' ২০২৪ সালে এসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে থাকার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন তিন ক্রিকেটার। এরপর এসিবি শাস্তি হিসেবে বিবৃতিতে জানায়, ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ খেলতে আগামী দুই বছর এই তিন ক্রিকেটারকে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দেওয়া হবে না। এর পাশাপাশি তাঁদের বর্তমান অনাপত্তিপত্রও বাতিল করা হয়। রেনেগেডস এর আগে বিবৃতিতে জানিয়েছিল, 'বিবিএলে মুজিবকে পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে নতুন এমন কোনো বার্তা পাওয়া যায়নি, যে কারণে পূর্বের পরিকল্পনা পাল্টে যেতে পারে। বিবিএলের বাকি মৌসুম পর্যন্ত ক্লাব তাঁকে সমর্থন দিয়ে যাবে।' আজ মেলবোর্ন রেনেগেডস নতুন বিবৃতিতে বলেছে, 'তাঁর অনাপত্তিপত্রের শর্তাবলি পরিবর্তনের পর মুজিব উর রেহমানকে স্কোয়াড থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে।' নাভিন ও ফারুকি এসিবির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন পরে। এসিবি জানিয়েছে, তাঁরা আবারও দেশের প্রতিনিধিত্ব করার জোরালো ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। দুই খেলোয়াড়কে এরপরই আরব আমিরাতের বিপক্ষে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১৮ সদস্যের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু মুজিবের জায়গা হয়নি। বিগ ব্যাশের এবারের মৌসুমে ছয় ম্যাচ খেলে মাত্র একটিতে জিতেছে পয়েন্ট তালিকার সাতে থাকা রেনেগেডস। গত ২৯ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে সে ম্যাচে ২০ রানে ৩ উইকেট নিয়ে জয়ে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন মুজিব। গত অক্টোবর-নভেম্বরে সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন মুজিব। আরব আমিরাতে এখন তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে আফগানিস্তান। প্রথম ম্যাচ জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হেরেছে আফগানরা। আগামীকাল সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ।

২০২৪ সালে বাংলাদেশের ক্রিকেট কি পাবে নতুন চেহারা

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ নতুন বছর নতুন কিছুর আশা নিয়ে শুরু করাটাই নিয়ম। নতুন কিছু বলতে ভালো কিছু। তবে আশার ভিত বাস্তব হওয়া খুব জরুরি। নয়তো বছর শেষে বিয়োগফলটা হয়ে যেতে পারে অনেক বড়। শুরুতেই বিয়োগ অঙ্ক দিয়ে দেওয়া ২০২৪ নিয়ে নৈরাশ্য ছড়ানোর উদ্দেশ্যে নয়। আসলে বিয়োগ না হলে তো যোগও হয় না। নতুন বছরে নতুন কিছু এমনিতেই আসতে পারে। তবে খেলাধুলায় শূন্যস্থান পূরণের ব্যাপার থাকে বলে যেকোনো বিয়োগই নতুন কিছু যোগেরও আশা। সেই নতুনে থাকতে পারে ভালো কিছুর আলো। যোগ-বিয়োগের খেলায় শেষটা ভালো হলে বর্ষবিদায়ের রাগিনীতেও থাকে পূর্ণতার আনন্দ। আজ ২০২৪ সালের প্রথম দিন, ১ জানুয়ারিতে বাজি ধরে একটা কথা বলে দেওয়া যায় ২০২৪ সালে বাংলাদেশের ক্রিকেট অনেক বিয়োগ দেখবে এবং সেই বিয়োগের হাত ধরে যোগও দেখবে অনেক। বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য সত্যিকার অর্থেই বছরটা হতে যাচ্ছে নতুন অনেক কিছু দেখার বারোমাসি এক সফর। খেলার কথা যদি বলেন, সেখানে অবশ্য এখন পর্যন্ত নতুনত্বের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বছরটা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বলে যথারীতি ২০ ওভারের ক্রিকেটই বেশি খেলা হবে। জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ছাড়াই এ বছর বাংলাদেশ দল টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে অন্তত ১৭টি। দেশে-বিদেশে মিলিয়ে টেস্ট ম্যাচও কম নেই, ১৪টি। ওয়ানডে খেলবে সবচেয়ে কম ৯টি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বছরে অন্যান্য দলের মতো বাংলাদেশ দলও ২০ ওভারের ক্রিকেটকে ঘিরেই আবর্তিত হবে বেশি। শুরুটা হবে বিপিএল দিয়ে। অনেক বছর পর তারকাদীপ্তিতে আবারও জ্বলে উঠবে দেশের একমাত্র টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট। বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মানেই যেহেতু শেষ পর্যন্ত আশায় গুড়ে বালি, এ নিয়ে এখনই উচ্চবাচ্য না করা ভালো। তার চেয়ে বরং ২০২৩ সালে বাংলাদেশ যে লক্ষ্যটাকে পাখির চোখ করেছিল, বিদেশের মাটিতে ম্যাচ জেতা সেটিকেই নতুন বছরে আরও বেশি করে তিন সংস্করণে ছড়িয়ে দেওয়া যাক। সদ্য সমাপ্ত সিরিজে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে প্রথম জয় পেয়েছে বাংলাদেশ দল। ২০২৪ সালে এই ধারা অব্যাহত থাকলে ক্রিকেট মানচিত্রের দেশে দেশে নিশ্চয়ই লাল-সবুজের বিজয়কেতন আরও উড়বে। তো সেই বিজয়কেতন ওড়াবেন কারা? ঠিক এ প্রশ্নেই এসে যাচ্ছে যোগ-বিয়োগের খেলা। ২০২৩ সালজুড়েই বাংলাদেশের ক্রিকেট কিছু ইঙ্গিত দিয়ে গেছে, পরিবর্তনের ইঙ্গিত। গত ১৫টি বছর যেসব মুখের দিকে তাকিয়ে এ দেশের ক্রিকেট স্বপ্ন দেখার সাহস পেয়েছে, যাঁরা অনেক স্বপ্ন পূরণ করে দিয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে নতুন দিনে এনেছেন মাত্র এক দিন আগে গত হওয়া বছরটিতে আমরা একটু একটু করে তাঁদের ক্যারিয়ারের দিগন্ত দেখতে পেয়েছি। ২০২৪ তাঁদের অনেকের খেলোয়াড়ি জীবনের জন্যই হয়ে উঠতে পারে সেই দিগন্তে ডুব দেওয়ার বছর। মাহমুদউল্লাহ টেস্ট খেলা ছেড়ে দিয়েছেন। ২০২২ বিশ্বকাপ ওয়ানডেতে তাঁকে নতুন জীবন দিলেও টি-টোয়েঃটিতে তিনি ব্রাত্য। আর ওয়ানডের নতুন জীবনটাও কত দূর টেনে নিতে পারেন, তা দেখার বিষয়। টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলা মুশফিকুর রহিম ওয়ানডে, টেস্টে এখনো আছেন। কিন্তু বছরটাই যেহেতু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে হইচইয়ের অন্য দুই সংস্করণে খুব ভালো কিছু করতে না পারলে এ বছর তিনি নিজেই হয়তো নীরবে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করবেন। তামিম ইকবাল তো গত বছরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছিলেন। বছরের সবচেয়ে নাটকীয় সেই ঘটনা অবশ্য শেষ হয়েছে এক দিনের মধ্যে তাঁর সিদ্ধান্ত বদলের মধ্য দিয়ে।

आप सभी को
नव वर्ष
2024
की हार्दिक बधाई एवं
शुभकामनाएं
यह नव वर्ष
आप सभी के जीवन में
उत्साह, उमंग और
खुशहाली लेकर आए।
/pd4gurugram
पंकज डावर
विधानसभा : गुरुग्राम

Happy New Year
आप सभी को
नव वर्ष
2024
Happy New Year
की
हार्दिक
शुभकामनायें
Happy New Year
प्रस्तावित वार्ड -5
नगर निगम गुरुग्राम
समाजसेवी- राजकुमार राजू
सुविधा सेवा केंद्र: ई-9 अपोजिट महिंद्रा औरा, बजघेरा रोड, न्यू पालम विहार,
फेज-1 गुरुग्राम संपकर्क सूत्र :

सभी प्रदेशवासियों को
नए साल
Happy New Year
2024
Happy New Year
की
हार्दिक
शुभकामनायें
जी.एल. शर्मा
प्रदेश उपाध्यक्ष
भाजपा हरियाणा

आप सभी क्षेत्रवासियों को
नववर्ष
2024
की
हार्दिक बधाई एवं
शुभकामनाएं।
कल्याण सिंह चौहान
पूर्व चेयरमैन जिला परिषद् गुरुग्राम
सोहना - तावडू विधानसभा

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
02:01:2024
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

নতুন বছরে বাংলাদেশের সামনে থাকবে যে সাতটি প্রধান চ্যালেঞ্জ

ঢাকা ঃ বিদায়ী বছরে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে কীসে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে এই প্রশ্ন রাখলে বেশির ভাগই হয়তো বাজারে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য, ডলার সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ডেঙ্গুর প্রকোপের মতো বিষয়গুলোর কথা বলবেন। অনেকে হয়তো রিজার্ভ সঙ্কট বা বাকস্বাধীনতার মতো বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে আসবেন। আসছে বছরে এসব সমস্যার থেকে কী মানুষের পরিত্রাণ মিলবে? পুরনো সমস্যা থেকে পরিত্রাণ মিললেও এরপর নতুন কোনও সংকট কি সামনে আসবে? বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আন্তর্জাতিক মহলে কতটা গ্রহণযোগ্যতা পাবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি যে পুরোপুরি ইতিবাচক নয়, তা তাদের বেশ কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। নির্বাচন যেন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হয় তা নিশ্চিত করতে বেশ কিছুদিন ধরেই চাপ দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র।সুষ্ঠু নির্বাচনকে বাধা দিতে চাওয়া ব্যক্তিদের ভিসা নিষেধাজ্ঞায় আনার ঘোষণাও দিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

রাজত্ব ছেড়ে সিংহাসন ছেলের হাতে তুলে দিলেন ডেনমার্কের রানি

ডেনমার্ক (এজেন্সী)ঃ ডেনমার্কের রানি দ্বিতীয় মারগ্রেথ নতুন বছরের শুরুতে একটি টেলিভিশন ভাষণে আকস্মিকভাবে রাজত্ব ত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।

তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ১৪ই জানুয়ারিতে পদত্যাগ করবেন, ওই দিন তার রানি হিসেবে সিংহাসনে আরোহণের ৫২ বছর হবে। আমি আমার ছেলে ক্রাউন প্রিন্স ফ্রেডেরিকের কাছে সিংহাসন ছেড়ে দেব, তিনি ঘোষণা দেন।

৮৩ বছর বয়সী দ্বিতীয় মারগ্রেথ বর্তমানে বিশ্বের একমাত্র রাজত্বকারী রানি। ইউরোপের যতো দেশে রাজা রানি রয়েছেন তার মধ্যে তিনিই সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সিংহাসনে আছেন।

১৯৭২ সালে তার বাবা রাজা নবম ফ্রেডেরিকের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মারগ্রেথ সিংহাসনে আসীন হন।

ওই টেলিভিশন ভাষণে রানি জানিয়েছেন যে, ২০২৩ সালের প্রথম দিকে তার পিঠে অস্ত্রোপচার হয়। এরপর তিনি রাজত্ব ত্যাগের কথা ভাবতে শুরু করেন।

এই অস্ত্রোপচার স্বাভাবিকভাবেই আমাকে ভবিষ্যতের বিষয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে যে - পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার সময় এসেছে কিনা, তিনি বলেন।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এখনই সঠিক সময়, তিনি বলেন।

এতোটা বছর ধরে রাজপরিবারের পাশে থাকার জন্য তিনি ডেনিশ জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানান।

ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন রানিকে তার কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজ দায়িত্ব এবং পদ হস্তান্তর হয়ে এলেও এটা বোঝা কঠিন যে কখন সিংহাসন পরিবর্তনের সময় এসেছে।

যুক্তরাজ্যের মতো ডেনমার্কেও সাংবিধানিক রাজতন্ত্র রয়েছে।

পরবর্তী রাজা ক্রাউন প্রিন্স ফ্রেডেরিক

ক্রাউন প্রিন্স ফ্রেডেরিক ১৯৯০ দশকের শুরুর দিকে ডেনমার্কে আমোদ স্ফূর্তি করা রাজপুত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

কিন্তু তিনি ১৯৯৫ সালে আরহাস ইউনিভার্সিটি থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর করার পরে সেই ধারণা বদলাতে শুরু করে।

তিনিই দেশটির প্রথম রাজপরিবারের সদস্য যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করেছেন।

পড়াশোনার সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ডে বিশ্ববিদ্যালয়েও সময় কাটিয়েছেন, সেখানে তিনি ফ্রেডেরিক হেনরিকসেন ছদ্মনামে ভর্তি হন।

পরে তিনি ডেনিশ নৌবাহিনীতে কাজ করেন, সেখানে তাকে পিঙ্গো ডাকনাম দেওয়া হয়।

এর কারণ প্রকাশ হয়েছে গণমাধ্যম দ্য মেইলে। ওই খবর অনুসারে, স্কুবা ডাইভিং কোর্স চলাকালে ফ্রেডেরিকের পরনে থাকা ওয়েটস্যুটটি পানিতে ভর্তি হয়ে যায়। পরে তাকে পেঙ্গুইনের মতো হাঁটতে হয়েছিল।

২০০০ সালে গ্রিনল্যান্ড জুড়ে চার মাসের স্কি অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। এ কারণে তিনি দুঃসাহসী বা ডেয়ারডেভিল ব্যক্তি হিসাবে আখ্যা পান।

এছাড়া স্লেজিং এবং স্কুটার দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তিনি হাসপাতালেও ভর্তি ছিলেন।

আমি নিজেকে কোন দুর্গে বন্দী করতে চাই না। আমি আমার মতো একজন মানুষ হতে চাই। তিনি একবার বলেছিলেন, যে সিংহাসনে আরোহণের পরেও তিনি তার এসব সখের সাথে যুক্ত থাকবেন।

এখন আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ডেনমার্কের রাজা হতে চলেছেন।

তবে ৫৫ বছর বয়সী এই ক্রাউন প্রিন্সের কোন আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক বা মুকুট পরানোর অনুষ্ঠান হবে না। যেমনটা ব্রিটেনের ঐতিহ্যবাহী রাজকীয় রীতিতে দেখা যায়। তার পরিবর্তে, কোপেনহেগেনের অ্যামালিয়ানবার্গ প্রাসাদ থেকে ফ্রেডেরিকের সিংহাসনে আরোহণের কথা ঘোষণা করা হবে। তিনি ডেনমার্কের রাজা এবং দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তার পদ গ্রহণ করবেন।

ডেনমার্কে রাজতন্ত্র মূলত একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র - যার অধীনে গ্রিনল্যান্ড এবং ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জও রয়েছে।

ক্রাউন প্রিন্স ফ্রেডেরিক, ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের মতো প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি তার আবেগের জন্য পরিচিত। তিনি ভবিষ্যতে ডেনমার্ককে তার মতো পরিচালনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তার স্ত্রী, প্রিন্সেস মেরি, অস্ট্রেলিয়ান দ্বীপ তাসমানিয়াতে বড় হয়েছেন।

২০০০ সালে অলিম্পিক গেমসের সময় সিডনির একটি পানশালায় এই জুটির দেখা হয়। তিনি তখন আইনজীবী ছিলেন।

তিনি এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন যে, যখন ফ্রেডেরিকের সাথে তার দেখা হয় তিনি জানতেন না যে তিনি ডেনমার্কের রাজপুত্র।

তিনি বলেছিলেন, আধ ঘণ্টা পরে কেউ আমার কাছে এসে বলে, 'আপনি কি জানেন তারা কারা?'

আধুনিক ধ্যানধারণা চর্চার কারণে কেউ কেউ তাদেরকে আধুনিক মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্বকারী বলে মনে করেন।

তারা তাদের চার সন্তানকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে লালন-পালন করার চেষ্টা করেছেন, তাদের সরকারি স্কুলে পড়িয়েছেন।

ব্রিটিশ রানি দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন রানি মারগ্রেথ

রানি মারগ্রেথ ডেনমার্কের একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং দেশটির অনেক মানুষ আশা করেছিলেন তিনি তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সিংহাসনে থাকবেন।

ড্যানিশ সাংবাদিক টাইন গোটশে বিবিসিকে বলেছেন, আপনাদের কাছে রানি এলিজাবেথ যেমন, রানি মারগ্রেথ আমাদের কাছে তেমনই ছিলেন।

২০২২ সালে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন মারগ্রেথ এবং তারা একই বছরে তাদের নিজ নিজ জয়ন্তী উদযাপন করেছিলেন।

তিনি যখন জন্ম নিয়েছিলেন তখন তিনি কখনও রানি হবেন বলে আশাও করা হয়নি।

কিন্তু যখন তিনি ১৩ বছর বয়সে পা রাখেন, তখন নারীদের সিংহাসন গ্রহণের অনুমতি দিয়ে ডেনিশ আইনে পরিবর্তন আনা হয়।

এক দশকেরও বেশি আগে, রানি মারগ্রেথ কথায় ফুটে ওঠে যে তিনি প্রয়াত ব্রিটিশ রানির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

আমি একটি বিষয় বুঝতে পেরেছি যে এই জাতির জন্য আমাকে আমার জীবন অবশ্যই উৎসর্গ করতে হবে যেমনটা তিনি করেছেন, এবং এ কারণেই তিনি আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন।

রানি এলিজাবেথের মৃত্যুর আগে তারা দুজনই বিশ্বের অবশিষ্ট নারী সার্বভৌম ছিলেন। এলিজাবেথ ৭০ বছর রাজত্ব করেছেন।

মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট প্রত্যাখ্যান, ছিলেন চিত্রশিল্পী

রানি মারগ্রেথকে আদর করে ডেইজি নামে ডাকা হয়। তিনি তার ধূমপানের অভ্যাস এবং মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহার না করার জন্য ব্যাপক পরিচিত ছিল। মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ছাড়া তিনি নিজেকে খুব সুখী ঘোষণা করেছেন।

সিংহাসনে থাকাকালীন, রানি মারগ্রেথ একজন চিত্রশিল্পী হিসাবে কাজ করে গিয়েছেন এবং শিল্পকলার প্রতি তার ভালবাসার জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

তার প্রত্নতত্ত্বের প্রতিও অনুরাগ রয়েছে এবং তিনি বেশ কয়েকটি খননে অংশ নিয়েছিলেন।

তিনি যুক্তরাজ্যে পড়াশোনা করেছেন, কেমব্রিজের গার্টন কলেজ এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে ছিল তার পদচারণা।

১৯৬৭ সালে, তিনি ফরাসি কূটনীতিক হেনরি দে লেবোর্দে দে মনপেজ্যাটকে বিয়ে করেন। যিনি ২০১৮ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মারগ্রেথের রাজকীয় সঙ্গী হিসাবে কাজ করেছেন।

মারগ্রেথের রাজত্ব

কেউ কেউ তাকে বিশ্বের দীর্ঘতম রাজত্বকারী রানি হিসেবেও বিবেচনা করেন। ব্রুনাইয়ের সুলতান তার চাইতেও বেশি সময় সিংহাসনে থাকলেও, দেশটি স্বাধীন হয়েছিল ১৯৮৪ সালে।

তিনি ডেনমার্কের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় সিংহাসনে আসীন রানি। এই বছরের শুরুতে তিনি নরওয়ের রাজা চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ানের রাজত্বকালও ছাড়িয়ে যান।

গোটশে বলেন, ডেনমার্কের রাজ ক্ষমতা হস্তান্তর একইসাথে বেদনা এবং উদযাপনের এক মিশ্র অনুভূতির মুহূর্ত।

তিনি সবসময় আমাদের পাশে ছিলেন, আমাদের সবার সাথেই তার বয়স বেড়েছে, গোটশে বলেন।

দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রাউন প্রিন্স খুব ভাল অবস্থানে আছেন, কেননা এরপর তার উত্তরাধিকার নির্ধারণ করা আছে - এটি খুব যুক্তিসঙ্গত যা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।

প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন রানীকে তার কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, দেশের আপামর জনসাধারণের পক্ষ থেকে, আমি মহামতি রানিকে তার আজীবন ত্যাগ এবং রাজ্যের জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টার কারণে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা রানি দ্বিতীয় মারগ্রেথ ছাড়া আর কাউকে ওই পদে ভাবতে পারেন না।

তিনি ডেনমার্কের প্রতীকের মতো এবং বছরের পর বছর ধরে আমরা মানুষ এবং জাতি হিসাবে কেমন এর সাথে রানির শব্দ ও অনুভূতি মিশে আছে।

রানী দ্বিতীয় মারগ্রেথ বলেছিলেন যে তিনি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে চান।

প্রতি বছর নববর্ষের প্রাক্কালে, ডেনমার্কের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে তার বক্তব্য সম্প্রচার করা হয়। এই বছর, তিনি রাজ্য ত্যাগের ঘোষণার পাশাপাশি, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার গুরুত্ব নিয়েও কথা বলেছিলেন।

ইউরোপ জুড়ে আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে অন্যান্য রাজকীয় পরিবারের মতো, ডেনিশ রাজপরিবারও তাদের রাজপরিবারের সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত বছর ক্রাউন প্রিন্স ফ্রেডেরিকের ছোট ভাই প্রিন্স জোয়াকিমের সন্তানদের রাজকীয় উপাধি কেড়ে নেওয়ার পরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ দেখা দেয়।

দেবতা জানুসের নাম থেকে যেভাবে জানুয়ারি বছরের প্রথম মাস

লন্ডন ঃ জানুয়ারি মাসের এক তারিখে, সারা দুনিয়ার মানুষ আতশবাজি পুড়িয়ে, ঢাকঢোল পিটিয়ে, হৈহুল্লোর করে, উৎসব আয়োজনে খৃস্টাব্দের নতুন বছরকে স্বাগত জানায়।

কিন্তু, উৎসব করার আগে, আপনি কি কখনো নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছেন কেন পহেলা জানুয়ারি বছরের প্রথম দিন?

এর আগে এক সময় ২৫শে মার্চ, আবার ২৫শে ডিসেম্বরসহ বিভিন্ন তারিখে বছরের শুরু ধরা হতো। এর কারণটা ছিল মূলত রোমান পেগান উৎসব এবং দুই হাজার বছরেরও বেশি আগে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার যে ক্যালেন্ডার বা নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে এবং তারা দাবি করে যে পহেলা জানুয়ারি পেগানদের তারিখ।

অনেক দেশে যেখানে খ্রিস্টধর্মের আধিপত্য ছিল, তারা ২৫শে মার্চকে নতুন বছরের শুরু হিসাবে উদযাপন করতে চেয়েছিল।

কারণ তাদের মতে, সেই দিনটি ছিল যখন দেবদূত গ্যাব্রিয়েল, ভার্জিন মেরির কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্পেন্সার বিবিসিকে বলেছেন, যদিও খ্রিস্টের জন্মের সময় ক্রিসমাস হয়, কিন্তু খ্রিস্টের এ জন্মের ঘোষণাটি মেরির কাছে আরও আগে আসে যে, তিনি ঈশ্বরের এক নতুন অবতারের জন্ম দিতে চলেছেন।

পঞ্জিকা চালু করেছিলেন তার সূত্র ধরে।

আর সেইসাথে ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরিকেও এর কৃতিত্ব দিতে হবে।

জানুস

প্রাচীন রোমানদের জন্য, জানুয়ারি মাসটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ এ মাসটি ছিল দেবতা জানুস, যার আরেক নাম ইয়ানুরিয়াস, ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ জানুয়ারি, তাকে উৎসর্গ করা মাস। রোমান পৌরাণিক কাহিনীতে, জানুস হচ্ছেন দ্বিমুখী দেবতা, অর্থাৎ তাকে দুটি মুখ দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে। তাকে রূপান্তরের দেবতাও বলা হয়। অর্থাৎ যেকোন পরিবর্তনের শুরু এবং শেষের প্রতীক।

ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডায়ানা স্পেনসার ব্যাখ্যা বলেন, জানুসের দুটি মুখের একটি সামনের দিকে এবং আরকটি পিছনের দিকে ঘোরানো।

সামনের মুখটি দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এবং পেছনের মুখটি অতীতের দিকে ফেরানোকে নির্দেশ করে। জানুয়ারি বছরের প্রথম মাস হওয়ার পেছনে অতীত এবং ভবিষ্যৎ - উভয় দিকে তাকানোর একটা সম্পর্ক আছে। সুতরাং যদি বছরের মধ্যে একটা সময় আসে যখন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে 'এটাই আবার শুরু করার সময়', সেক্ষেত্রে জানুয়ারি প্রথম মাস হওয়াটা যৌক্তিক। আবার ইউরোপে এটি এমন এক সময় যখন শীতকালের পরের দিনগুলো দীর্ঘ হতে শুরু করে। অধ্যাপক স্পেন্সার বলেছেন, এটি রোমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল, কারণ এটি সেই ভয়ানক ছোট দিনগুলোর পরে আসতো, যখন পৃথিবী ছিল অন্ধকার, হীম শীতল এবং যখন ঠান্ডার কারণে কোন ফসল ফলত না।

কেননা, বছরের দীর্ঘতম রাত ২২শে ডিসেম্বর থেকে ক্রমে দিন বড় হতে থাকে, আর জানুয়ারির শুরু থেকে দিনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় সূর্যের দক্ষিণায়নের ফলে।

এ কারণে অধ্যাপক স্পেন্সারের মতে জানুয়ারি এক ধরণের বিরতি এবং প্রতিফলনের সময়কাল।

২৫শে ডিসেম্বর

সেসময় রোমানরা যতো বেশি ক্ষমতা অর্জন করতে শুরু করে, তারা নিজেদের বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে নিজেদের ক্যালেন্ডার ছড়িয়ে দিতে শুরু করে।

কিন্তু মধ্যযুগে, রোমের পতনের পরে, খ্রিস্টধর্ম সেই মুহূর্ত থেকে যেহেতু খ্রিস্টের গল্পের শুরু হয়েছে, তাই ২৫শে মার্চ থেকে নতুন বছর শুরু হওয়াকে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ভাবা হয়।

পয়লা জানুয়ারি যেভাবে প্রথম দিন হলো বছরের ষোড়শ শতকে, পোপ গ্রেগরি ত্রয়োদশ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন এবং ক্যাথলিক দেশগুলিতে ওই সময় থেকে পহেলা জানুয়ারিকে নতুন বছরের শুরু হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। আমরা এখন যে ক্যালেন্ডার অনুসরণ করি বা যেটি ইংরেজি বর্ষপঞ্জি হিসেবে চেনেন অনেকে, সেটাই 'গ্রেগরিয়ান' ক্যালেন্ডার।

ইতালি, স্পেন এবং পর্তুগালের মতো ক্যাথলিক দেশগুলো তখন দ্রুতই এই নতুন ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে। তবে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং অর্থোডক্স খ্রিস্টান প্রধান দেশগুলো এটি বেশ দেরিতে গ্রহণ করে।

ইংল্যান্ড, যে দেশটি পোপের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়কে গ্রহণ করেছিল, তারা ১৭৫২ সালের আগ পর্যন্ত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরণ করেনি। এর আগ পর্যন্ত তারা ২৫ মার্চকেই নববর্ষের প্রথম দিন হিসেবে উদযাপন করতো। সে বছর ব্রিটেনের পার্লামেন্টের একটি আইন ব্রিটিশদের ইউরোপের বাকি অংশের সাথে একীভূত করেছিল।

এর আগে ১৬৯৯ সালে জার্মানির বিভিন্ন প্রোটেস্ট্যান্ট অধ্যুষিত রাজ্যগুলো নতুন এই বর্ষপঞ্জি গ্রহণ করে। ব্রিটেনের পর ১৭৫৩ সালে সুইডেন, ১৮৭৩ সালে জাপান, ১৯১২ সালে চীন, ১৯১৮ সালে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং ইউরোপের সবশেষ দেশ হিসেবে গ্রীস ১৯২৩ সালে এই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টান প্রধান নয় এমন দেশও গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে শুরু করে। বর্তমানে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে, আর ঠিক এই কারণেই আমরা প্রতি বছরের পহেলা জানুয়ারি সারা বিশ্বে আতশবাজি পোড়ানোর উদযাপন দেখি।

জুলিয়ান ক্যালেন্ডার থেকে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের আগে প্রচলিত ছিল জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। রোমান শাসক জুলিয়াস সিজার প্রথম শতকে ওই বর্ষপঞ্জি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।